আলিঙ্গন

(উপন্যাস)

শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেন

আশ্বিন, ১৩৩৮

মূল্য ১।০

উৎসর্গ

পরমারাধ্য

স্বর্গীয় পিতৃদেবের

শ্রীশ্রীচরণোদ্দেশে

মনের কথা

উপন্যাস লেখা অভ্যাস আমার ছিল না! কতিপয় বন্ধু আমাকে একটি গল্প লিখিতে বিশেষ অনুরোধ করেন, গল্পটির কলেবর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উপন্যাসাকারে পরিণত হয়। তাঁহাদেরই উৎসাহে উপন্যাসটি "আলিঙ্গন" নামে আজ সুধীসমাজে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

আমার মধ্যমাগ্রজ প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন মহাশয় পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

যাহা হউক এখন মনের কথা এই যে, যদি এই 'আলিঙ্গন' সুধীবৃন্দের রুচিকর না হয় তাহা হইলে এ ধৃষ্টতা মাজ্জনা করিবেন; আর যদি ইহা কোনরূপে তাঁহাদের চিত্তবিনোদনে সক্ষম হয় তবে এ উদ্যম সার্থক বিবেচনা করিব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র সেন।

আলিঙ্গন

১

শচীন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কোন এক বড় ঔষধালয়ে হিসাব বিভাগে চাকরী করিত। হঠাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাহার কর্ম্মচ্যুতি হয়। তাহার সংসারে তাহার স্ত্রী, একটি অবিবাহিতা কন্যা এবং একটি দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র। কন্যাটির বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বরপক্ষের পণের দারুণ উপদ্রবে বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কন্যাটি স্বরূপা—বয়স ১৫ বৎসর। শচীনের স্ত্রী অনুপমা—সুন্দরী রমণী, কিন্তু সংসারের নিত্য অভাব অনটনে ক্লিষ্টা ও মলিনা।

শচীন ভাড়া বাড়ীতে বাস করে। দুই মাসের ভাড়া বাকী, কিন্তু বাড়ীওয়ালা শচীনের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকায় ভাড়ার জন্য বিশেষ পীড়ন করিতেন না। চাকরী যাওয়ায় শচীন বাড়ীওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক মাসের মাত্র ভাড়া দিয়া বাড়ীওয়ালার নিকট অব্যহতি লাভ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে সপরিবারে একটি খোলার বাড়ীতে আরও অনেকের সহিত থাকিতে হইল। খোলার বাড়ীটি কোনও এক স্ত্রীলোকের। শচীন শুনিয়াছিল যে সেই খোলার বাড়ীতে কেবল ভদ্র গৃহস্থই বাস করে, কিন্তু সপ্তাহ কাল অতীত না হইতেই তাহার স্ত্রী অনুপমার নিকট জানিতে পারিল, সে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই দুশ্চরিত্রা। অনুপমা শচীনকে সত্বর সে বাড়ী পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিল। কারণ অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা লইয়া এই সমস্ত চরিত্রহীন লোকের মধ্যে বাস করা কোন মতে যুক্তি সঙ্গত নহে।

শচীনের যাহা কিছু সংস্থান ছিল, সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। শচীনও কাহারও সহিত মিশিতে ইচ্ছা করিত

না, কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছিল সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

একদিন শচীনের এক পরম বন্ধু সেই খোলার বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। শচীনের পুত্র সুধাংশু তাহাকে "কাকাবাবু—ও কাকাবাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু বন্ধুটি দেখিলেন যে সুধাংশু খোলার বাড়ী হইতে তাহাকে ডাকিতেছে, এবং তিনি জানিতেন শচীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া খোলার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। তিনি নিজের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার মানসে সুধাংশুর চীৎকার ইচ্ছাপূর্ব্বক শুনিতে না পাওয়ার অছিলায় দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। সুধাংশু বালক হইলেও তাহার পিতৃবন্ধুর মনোভাব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিল।

২

শচীন এখন কপর্দ্দকহীন—সপরিবারে কষ্টভোগ করিতেছে। কোনদিন একবেলা অন্ন জুটে, কোন দিন জুটে না। সকলের পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন। অবস্থার বৈপরীত্যে শচীনের লজ্জা, মান ও ভয় যেন একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া বিড়ি খাইতে খাইতে শচীন একটি অপরিচিত ব্যক্তির নিকট তাহার অদৃষ্টের গল্প করিতেছিল। সেই লোকটিও তাহার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল। কথাবার্ত্তায় শচীন বুঝিতে পারিল লোকটি কুশীদজীবি,—অতিরিক্ত সুদ লইয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া তাহার ব্যবসা। শচীনের তৎকালীন অবস্থা তাহাকে ঐ লোকের শরণাগত হইতেই প্রলুব্ধ করিতেছিল। হৃদয়ের ক্রমিক উত্তেজনায় সে অবশেষে মনের কথা প্রকাশ করিয়া কিছু ঋণের প্রার্থনা

করিল। লোকটী শচীনের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিল না।

টাকায় মাসিক এক আনা সুদে ৩০৲ টাকা লোকটির নিকট হইতে দেনা করিয়া শচীন সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাড়ী ফিরিল। অনুপমা ও তাহার কন্যা অমলার জন্য দুইখানা মিলের মোটা সাড়ী এবং পুত্রের জন্য সস্তায় খাকী প্যাণ্ট একটি কিনিয়া লইয়া আসিল। নিজের পরিধানের ছিন্ন মলিন বস্ত্রের কোনও ব্যবস্থা করিল না।

সুধাংশু অনেক দিন স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছে। স্কুলের বেতন না দেওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার নাম কাটিয়া স্কুল হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সে কখনও অসৎ সঙ্গে মিশে না, অথবা বাড়ী হইতে অন্য কোথাও যায় না। সুধাংশু একটি ধীর, স্থির, নম্র বালক।

অমলা কখনই মাতার কাছ ছাড়া নহে। সর্ব্বদাই গৃহমধ্যে মাতৃআজ্ঞা অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া গৃহকর্ম্ম করে। বাড়ীর অন্যান্য গৃহস্থের অসদ্ব্যবহার দেখিয়া সে ভীতা এবং সঙ্কুচিতা।

ক্রমশঃ শচীনের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। ঋণের সুদ দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। উত্তমর্ণ আসিয়া প্রত্যহই

তাহাকে তাগাদা করিত। একদিন সে শচীনকে দেখিতে না পাইয়া অনুপমাকে শুনাইয়া সুদের জন্য বিষম গালাগালি করিতে লাগিল। বাড়ীওয়ালী তখন অতি কষ্টে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া অনুপমার সম্ভ্রম রক্ষা করিল।

স্বামী বাড়ী আসিলে অনুপমা সমস্ত ঘটনা তাহাকে জানাইলে শচীন বলিল "আমি আর কি করিব। যাহাই ঘটুক, আমাকে আর কিছু বলিও না।"।

স্বামীর কথায় অনুপমা কেবল একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব রহিল।

৩

শচীনের অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কর্ম্ম-কার্য্যের সন্ধানে সে অনেক স্থানে যাইত ও অনেকের সহিত অযাচিতভাবে আলাপ করিত। একদিন শচীন কোন এক ভদ্রলোকের নিকট সংবাদ পাইল যে সুদূর চা-বাগানে একটি কর্ম্ম খালি আছে, বেতন ৪০৲ টাকা। যে ভদ্রলোকটি শচীনকে এই সংবাদ দিলেন, তিনি সেই বাগানের বড়বাবু। শচীন বাড়ী আসিয়াই অনুপমাকে সকল কথা বলিল। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া ঘনান্ধকার নিশিথে হঠাৎ জ্যোৎস্নার পুলকোজ্জ্বল কিরণ প্রবাহের ন্যায় অনুপমা ও তাহার পুত্রকন্যার মুখে আনন্দের হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল।

চা-বাগানের বড়বাবুর পরামর্শে এবং স্বীয় পরিবার-বর্গের সম্মতি লইয়া শচীন চা বাগানে যাইবার সঙ্কল্প করিল।

বড়বাবুর কলিকাতায় নিজের বাড়ী, তাঁহার পরিবার-

বর্গ কলিকাতাতেই থাকে, এবং মাঝে মাঝে চা-বাগানে যাওয়া আসা আছে। বড়বাবু এখন ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

শচীন চাকরীতে যাইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইল বটে, কিন্তু স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বিষম বিপদে পড়িল। কোথায় কাহার নিকট তাহাদের রাখিয়া যাইবে এই চিন্তাই তাহার এখন প্রবল হইল। শচীন বড়বাবুকে সমস্ত কথা জানাইল। বড়বাবু তাঁহার নিজের বাড়ীর নিচেকার দুইখানি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। ঘর দুইখানি পূর্ব্বে অব্যবহার্য্য অবস্থায় ছিল—লোক থাকিলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে এই অভিপ্রায়ে তিনি শচীনের পরিবার-বর্গকে বিনা ভাড়ায় বাস করিতে দিয়া সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। শচীন, স্ত্রী পুত্র কন্যা বড়বাবুর বাড়ীতে রাখিয়া, বড়বাবুর একখানি পত্র লইয়া চা-বাগানে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। রেলভাড়া প্রভৃতি সমস্ত ব্যয় বড়বাবুই দিলেন। ব্যবস্থা হইল যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয় ততদিন প্রতিমাসের মাহিনা হইতে বড়বাবুকে দশ টাকা করিয়া দিতে হইবে।

বড়বাবুর স্ত্রীকে অনুপমা 'মা' বলিয়া ডাকিতে

লাগিল। স্বামীর একাকী বিদেশ গমনের জন্য অনুপমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইতে লাগিল। শচীন কোথায় গেল—কি হইবে এই চিন্তাই সকল সময় তাহার অন্তঃকরণ ব্যথিত ও মথিত করিত।

দুই তিন দিন পরে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। বড়বাবু টেলিগ্রামখানি খুলিয়া দেখিলেন শচীন তার করিয়াছে—লেখা এইঃ -Arrived safely—appointed by Saheb at monthly salary rupees fifty.

বড়বাবুর এখনও একমাস ছুটি আছে। বড়বাবু সানন্দে সুধাংশুকে ডাকিলেন এবং তাহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিয়া বলিলেন, "তোমার বাবার টেলিগ্রাম, পৌঁছান সংবাদ দিয়াছেন—তাঁহার বেতন ৫০৲ টাকা হ'য়েছে, তোমার মাতৃদেবীকে এ সংবাদ দাও।"

সুধাংশু হর্ষোৎফুল্লচিত্তে টেলিগ্রামখানি লইয়া মাতৃসমীপে সমস্ত জানাইল। অনুপমা টেলিগ্রামখানি হাতে লইল ইংরাজী লেখা কিছুই বুঝিতে পারিল না, তবুও যেন পড়িবার ও বুঝিবার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না; পার্শ্বে অমলা আসিয়া দাঁড়াইল—সুধাংশু পিতার সংবাদ দিদিকে বলিল। অনুপমার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। অনুপমা আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে চেষ্টা

করিল, তথাপি দুই ফোঁটা জল বিস্তৃত নেত্র হইতে টেলিগ্রামের উপর পতিত হইল। পুত্রকন্যা দুই জনেই মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল; "মা, কাঁ'দছ কেন মা?" হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া অনুপমা সহাস্য-বদনে কম্পিতকণ্ঠে দুই জনকে বাহুবেষ্টন করিয়া বলিল, "এইবার বুঝি বিধির ইচ্ছায় তোরা দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পাবি।"

বড়বাবু সুধাংশুকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বাজারে গেলে না কেন?"

সুধাংশু অধোমুখে নীরব রহিল।

বড়বাবু পুনরায় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে সুধাংশু বলিল "আজ আমাদের পয়সা নাই"।

বড়বাবু বলিলেন, "চাল, ডাল, নুন, তেল আছে ত"?

সুধাংশু বিনয় নম্র ভাবে উত্তর দিল, "তা'ও নাই।"

বড়বাবু একটু উচ্চতর স্বরে বলিলেন "এতক্ষণ আমাকে জানাও নাই কেন"?

সুধাংশু—"আপনি আমাদের স্থান দিয়া যথেষ্ট উপকার ক'রেছেন, আর কত ব'লব? আমাদের বার মাসই দুর্দ্দশার সীমা নাই।"

বড়বাবু—"নির্ব্বোধ ছেলে, বড় ফাজিল হ'য়েছ

তুমি। আমার সঙ্গেও লুকোচুরি! আচ্ছা আমি দেখছি।”

বড়বাবু মুখে সুধাংশুকে মৃদু তিরস্কার করিলেন বটে, কিন্তু স্নেহের প্লাবনে তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। তিনি ক্ষিপ্রপদে অন্দর অভিমুখে চলিয়া গেলেন। সুধাংশুও মাতার নিকট প্রস্থান করিল।

২

বড়বাবু গৃহিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "একটা গৃহস্থ আমাদের বাড়ীতে উপবাসী থাকবে— তোমরা দেখ না! এটা যে আমাদের বাড়ীর একটা অমঙ্গল।"

গৃহিণী বলিলেন, "বৌটি ভয়ানক চাপা, কোন কথাই প্রকাশ করে না। আমি জানতাম উহাদের খাওয়া দাওয়ার সমস্তই বন্দোবস্ত আছে। আমাকে না ব'ললে আমি কি কত্তে পারি বল?"

বড়বাবু—"একবার বৌটিকে ডাক দেখি।"

গৃহিণী—"সে কি তোমার সম্মুখে আসবে।"

বড়বাবু বিরক্তি সহকারে বলিলেন "আমি তো আর একটা জানোয়ার নহি যে তাঁকে দেখ্‌লেই মস্ত উপদ্রব বাধিয়ে দেব।"

গৃহিণী অনুপমাকে ডাকিলেন "বৌমা এদিকে এস"।

অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া অনুপমা অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলে বড়বাবু বলিলেন "হাঁ মা, এ তোমার কি রকম

বিবেচনা বাছা, সন্তানদের সারাদিন উপবাসী রাখ্‌বে? আমাদের কি একবার জানাতেও নাই?"

অনুপমা গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "উপবাস ত আমাদের অঙ্গের ভূষণ,—কতদিন আমাদের অনাহারে কেটে গেছে—আজও কেটে যাবে। আপনারা যে আমাদের মাথা রাখবার স্থান দিয়েছেন ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

বড়বাবু—"দেখ মা, এটা গেরস্ত ভদ্রলোকের বাড়ী—তুমি এখানে এসেছ—গিন্নিকে 'মা' ব'লেছ, তুমি আমাদের মেয়ের মতন। গিন্নির কাছে তোমার অভাব অভিযোগ জানিও, না জানালে আমি বড় দুঃখিত হব। গিন্নি, বৌমার হাত খরচ ব'লে দশটা টাকা দাও, আর চাল, ডাল, সব আনিয়ে দিচ্ছি। তারপর শচীনের টাকা এলে, আর আমি তোমাদের সংসার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব না—নিজের সংসার নিজেই চালিয়ে নিও মা।"

কৃতজ্ঞতায় অনুপমার হৃদয় উথলিয়া উঠিল—সরোদনে প্রণাম করিয়া বলিল "সত্যই আপনারা আমার পিতামাতা।"

গৃহিণী স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

অনুপমার সংসারে আহার্য্য সামগ্রী সমস্তই আসিয়া পড়িল।

৫

বড়বাবুর সংসার ক্ষুদ্র। বড়বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র নলিনীকান্ত। নলিনীকান্ত ম্যাট্রি-কুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। কিন্তু আর্টের দিকে তাহার প্রবল আসক্তি। সে সেই আকর্ষণে কোন এক বায়োস্কোপ সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু female artistএর জন্য তাঁহার সব দিক নষ্ট হইতে বসিয়াছে। নলিনীর বিবাহ হয় নাই এবং তাহার চরিত্রও নির্ম্মল ছিল না। সে অন্তরাল হইতে শচীনের পরিবারবর্গের প্রতি প্রায়ই লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। নলিনীর এ দুষ্প্রবৃত্তি বাটীর কেহই লক্ষ্য করে নাই। তাহার বয়স অন্যূন ত্রিংশ বৎসর। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হইলেও সুশ্রী—মাথায় আর্ট ফ্যাসানের চুল,—পান খায় না—কিন্তু সিগার অনেকগুলি খরচ হয়। নলিনীকে পিতামাতা যথেষ্ট স্নেহ করেন ও তাহার কোন অভাব রাখেন না। নলিনীর শয়ন কক্ষটি বেশ

সাজান ; প্রেস আলমায়রা—ড্রেসিং টেবিল এবং আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিবার একখানি প্রকাণ্ড আয়না ঘরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। ঘরের দেওয়ালগুলিও যথোপযুক্তভাবে পেণ্ট করা ও ফিলিম আর্টিষ্টদের ছবিতে সুসজ্জিত।

ডাকপিয়ন দ্বারে আসিয়া হাঁকিল "চিঠি হ্যায়"। নলিনী তখন বৈঠকখানার ঘরে ছিল, এবং তাড়াতাড়ি গিয়া চিঠি লইল, পিয়ন দুইখানি চিঠি নলিনীর হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। নলিনী দেখিল একখানি চিঠি তাহার পিতার নামীয় ও আর একখানির শিরোনামা "Sreeman Sudhangshu shekhar Bose." সুধাংশুর চিঠিখানি নলিনী পকেটে রাখিয়া বড়বাবুকে তাঁহার চিঠিখানি দিয়া নিজ কক্ষে গমন করিল।

বড়বাবু চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন –

শ্রীচরণেষু,

মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি। সাহেব আপনার পত্র পাঠ করিয়া অতি যত্ন সহকারে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ৫০৲ টাকা বেতনে চাকুরী দিয়াছেন। আপনার নিকট কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না—আপনি আমার ভাগ্য বিধাতা দেবতা।

প্রার্থনা করি ভগবান আপনার মঙ্গল করুন! সাহেবের স্বাস্থ্য ভাল নহে বোধ হয় শীঘ্রই আপনাকে আসিতে লিখিবেন। ইতি—

পরমোপকৃত সেবক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু।

বড়বাবু পত্রখানি অনুপমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পড়িয়া অনুপমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল,—ভাবিতে লাগিল আমাকে কি একছত্র লিখিবার অবসর হইল না। নাই হো'ক, তিনি যে ভাল আছেন, ইহাতেই আমার পরম সুখ। কিন্তু তিনি তো সে প্রকৃতির মানুষ নহেন, সন্তানদের খবর লইতে একখানা চিঠি কি আমি আশা করিতে পারি না! নূতন চাকরি, হয়তো সময় হয় নাই, কাল বোধ হয় চিঠি পাইব।

অনুপমার পূর্ব্বাপেক্ষা সাংসারিক কষ্ট দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষাদের মলিন ছায়া এখনও তো তাহার মুখমণ্ডল হইতে অপসৃত হইল না! যেন তাহার বুকের ভিতর কি একটা দুর্ব্বহ পাষাণ ভার চাপিয়া বসিয়াছে। দেহ শক্তিহীন--চিন্তার অতল সলিলে যেন সে নিমজ্জিত।

৬

নলিনীকান্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুধাংশুর চিঠিখানি খুলিবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইল। খামখানি জলে ভিজাইয়া রাখিয়াছিল, অল্পক্ষণ পরে একটু চেষ্টা করিতেই খামখানি খুলিয়া গেল, এবং সেই খামের ভিতর হইতে নলিনী তিনখানি চিঠি বাহির করিল। চিঠিগুলি খুব ছোট ছোট। একখানি পড়িতে লাগিল—

অনুপমা, বিদায় কালীন তোমাদের ভাল করিয়া কিছু বলিয়া আসিতে পারি নাই। খুব সাবধানে থাকিবে,—বড়বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। সুধাংশু, অমলার দিকে লক্ষ্য রাখিও। বড় বাবু বোধ হয় শীঘ্রই এখানে আসিবেন, তাঁহার সহিত তোমাদের আনিবার বন্দোবস্ত করিব। ইতি—

শচীন।

অপরখানি ঃ—

সুধাংশু, তুমি বাড়ীতে লেখাপড়া করিও। নির্ধনের সন্তান তুমি, এখনও তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিতে পারিলাম না। শীঘ্রই তোমাদের এখানে আনিব।

তোমার পিতা।

আর একখানি ঃ—

অমলা, মা, তুমি তোমার মাতার কার্য্যে সহায়তা করিও, আমার জন্য ভাবিও না। সাবধানে থাকিও। শীঘ্রই তোমাদের এখানে আনিব।

তোমার পিতা।

নলিনী পত্রগুলি পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—এ চিঠিগুলি সুধাংশুর হাতে দেওয়া উচিত কি না। অনেক চিন্তার পর স্থির করিল এ চিঠি দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। ইহাদের দ্বারাই তাহার আর্ট সম্প্রদায়ের কার্য্য সফল হইবে। যাহা হউক নলিনী ইহাদের হাতছাড়া করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিল না।

চিঠিগুলি একটি গোপনস্থানে রাখিয়া, নলিনী সাবান, সুগন্ধি তৈল এবং তোয়ালেখানি স্কন্ধদেশে বহন করিয়া বাথরুমে স্নানের জন্য গেল। নলিনী

চারিদিক চাহিয়া দেখিল আবশ্যক দ্রব্যগুলি ঠিক আছে কিনা,—দেখিল কোঁচান কাপড় একখানি ও একটি সিল্ক গেঞ্জি, ভৃত্য বাথরুমে রাখিয়া গিয়াছে। বাথরুম সম্বন্ধে তাহার কাহাকেও আর কিছু বলিবার রহিল না।

নলিনীকান্ত অবিলম্বে আহারাদি করিয়া একটি আদ্ধির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া সেই সুবৃহৎ মুকুর সম্মুখে কেশ-বিন্যাস করিতেছিল এবং দর্পণে কন্দর্প-বিনিন্দিত স্বীয় প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া মনে মনে গর্ব্বানুভব করিতেছিল। তাহার মুখে মৃদুমন্দ হাসিও পরিস্ফুট হইল,—নলিনীর মনোমধ্যে উদয় হইতেছিল "এই রূপ-ভার কি বৃথা বহন করিব। কেহ কি এই সৌন্দর্য্যের প্রত্যাশী হইবে না? দেখি কতদিনে ইষ্টসিদ্ধি হয়।" এমন সময় তাহার মাতা আসিয়া বলিল "ওরে একটা কথা আছে।"

নলিনী বলিল—"কি বল মা!"

গৃহিণী—"তুই বিয়ে কর্ব্বনা ঠিক্ ক'রেছিস্ নাকি!"

নলিনী—"হাঁ মা।"

গৃহিণী—"দেখ্, কর্ত্তা সেই দুঃখে তোর সঙ্গে কথা ক'ন না। একটি ভাল পাত্রী পাওয়া গেছে—বিয়ে কর। রূপে গুণে মেয়ে। তা'দের অনেক টাকা বড় লোক। আর "না" করিস না, বুঝলি!"

নলিনী—"না মা, যখন আমার বিয়ে কর্ব্বার মন হ'বে তোমাদের জানাব। বাবাকে দুঃখিত হ'তে মানা ক'রো। এখন বড় তাড়াতাড়ি" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আসবি কখন ?"

নলিনী বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল "ঠিক নাই।"

৭

নলিনীদের আর্ট ক্লাবে আজ বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়াছে। সকলেই আর্টিষ্ট। আজ একটা রিহার্সাল হইবার কথা। নলিনী একজন বিশিষ্ট সভ্য। সকলেই নলিনীর আগমন অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় নলিনী একখানি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ক্লাবের কম্পাউণ্ডের একখানি বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল। সেইখানেই সকলের জটলা। তুইজন ছোকরাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া রিহা-র্সালের জন্য আনা হইয়াছে। একজন বলিল "ওহে নলিনী, দেখ দেখ ছোকরাদের মেয়ে মানুষ সাজিয়ে কি চমৎকার মানিয়েছে।"

নলিনী হাতের ছড়িগাছটি মাটিতে ঠুকিয়া বলিল 'ও সব চ'লবে না। দিন কতক সবুর কর, আমার হাতে তু'টি ভাল Female artists আছে।" একজন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তুমি তো এদিক ওদিক যাও না ভাই! যোগাড় ক'ল্লে কি করে?"

নলিনী ;—"চুপ কর রে ভাই, মাছ আপনি চারে এসেছে।"

তখন অনেকেই বলিল "আজ এই ছোকরা মেয়ে নিয়েই রিহার্সালটা হ'ক না কেন ?"

নলিনী একটু ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল "থাক্ না হে, দু'দিন পরেই না হয় হবে।" তারপর একজনকে নিকটে ডাকিয়া বলিল "তোমাকে আমার সঙ্গে থাক্‌তে হবে। আমার বোধ হয় ফিল্‌মে তা'রা খুব আস্‌তে চাইবে ; কিন্তু তা'দের কিছু লোভ দেখাতে হবে, আর একটু চাতুরীও খেলতে হবে। ফন্দীবাজিতে তুমি খুব ওস্তাদ— তাই তোমাকে সঙ্গে থাক্‌তে বলছি।"

লোকটি সবিস্ময়ে বলিল "তাই নাকি ! খুব থাক্‌বো তোমার সঙ্গে,—বাবা আর আমি কি তোমার সঙ্গ ছাড়ি !"

নলিনী—"দেখ্, কাল তুই আমাদের বাড়ী বিকেলে যাবি—অনেক পরামর্শ আছে।"

লোকটি—"বেশ ! বেশ ! এখন তুমি চ'লে যাচ্ছ নাকি !"

নলিনী ;—"না, খানিক পরে।"

নলিনী ছোকরাদের স্ত্রীলোকের পোষাক খুলিতে

বলিল, কিন্তু একজন লোক একটি ছোক্‌রাকে ধরিয়া বলিল "না না ভাই দেখাচ্ছে ভাল,—যেন দোফলা অপ্সরী! ধর ধর, চট্‌ ক'রে একখানা গান ধর, আজ এমন মধুভরা জামাই ষষ্ঠীর দিনটা বৃথায় কেটে যাবে নাকি?"

তখন স্ত্রীবেশী ছোকরাটি হারমোনিয়ম লইয়া কীর্ত্তনের সুরে ক্লাবপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া গাহিতে লাগিল,—

কে হে তুমি আজ পরি' নব সাজ
চ'লেছ গরব ভরে,
ওহে, যাইছ যেথায় হেন মনে লয়
জামাতা তুমি সে ঘরে—
(আজ ষষ্ঠী বলে কি বাড়ী ছেড়েছ—
ওহে সব ভুলে গিয়ে)

সেথা, রসিকা শ্যালিকা নবীনা কলিকা
রসাভাষে কত কবে,
ওহে, সে রসে মগন হইয়ে তখন
কত কি আনন্দ পাবে—
(এমন সুখের আলয় কোথায় আছে—
এই জগৎ মাঝে)

আলিঙ্গন

আহা, শাশুড়ী আসিয়ে সলাজ হাসিয়ে
বাটা তুলে দিবে করে,
তুমি, লইয়া যতনে প্রণমি চরণে
কিছু টাকা দিও তাঁরে—
(নহে, মানের যে তাঁর লাঘব হবে—
সে মান ভেঙ্গ'না যেন)

পরে, নানা উপচারে খাইবে সাদরে
মৎস্য, মাংস আদি,
তুমি, সরম পাশরি খেও পেট ভরি
দিবে আরও কিছু থাকে যদি—
(আজ পাঁঠার বংশ ধ্বংস হ'ল —
জামাইরা সব খাবে ব'লে)

আর, সুমধুর নিশি লইয়া প্রেয়সী
যাপিবে প্রেমের ভরে,
প্রভাত আলোকে দুঃখভরা মুখে
ফিরে যেও নিজ ঘরে—
(আবার বছর পরে দেখা হবে ;—
এমনি ভাবে তখন আবার)

সকলে পুনরায় গীতটি গাহিবার জন্য বলিল। একজন সঙ্গীতের সহিত বেঞ্চের কাঠ বাজাইয়া আনন্দ উপভোগ

করিতেছিল—সে ভাবিল যে তাহার বাদ্যের জন্যই বোধ হয় গানটি আরও শ্রুতিরোচক হইয়াছে—সুতরাং সে বিশেষভাবে ছোকরাটিকে অনুরোধ করিতে লাগিল।

সকলের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ছোকরা গানটি আবার গাহিল।

৮

এদিকে বড়বাবু বিষম দুর্ভাবনাগ্রস্ত। চা-বাগান হইতে ম্যানেজার সাহেব তাঁহার অস্বুস্থতার কথা জানাইয়া তাহাকে শীঘ্র তথায় যাইতে লিখিয়াছেন। বড়বাবুর কাল বিলম্ব করিবার অবসর নাই। তিনি গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরদিন রাত্রে দার্জ্জিলিং মেলে রওনা হইবেন স্থির করিলেন। বড়বাবু অসুখের জন্য কলিকাতায় হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু অধিক দিন থাকা হইল না।

গৃহিণী বলিলেন "তোমাকে এখন আমি একা ছাড়িতে পারি না, আমাকেও তোমার সঙ্গে লইয়া চল।"

বড়বাবু—"না, তুমি এইখানেই থাক। তুমি আমার সহিত গেলে ভাল হয় বটে, কিন্তু বাড়ীতে একটা গৃহস্থ আছে। তাদের সহিত নলিনীকে রাখা আমার মতে উচিত নহে।"

গৃহিণী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "বৌমাকে ডাকি।

যদি তা'র মত হয়, তাহাকেও শচীনের নিকট লইয়া চল না কেন ?"

বড়বাবু—"তুমি তো জান না—শচীনের চাকরী এখন অস্থায়ী। আমি সেখানে গেলে তবে পাকা বন্দোবস্ত হবে। এ অবস্থায় আমি বৌমাকে লইয়া যাইতে পারি না।"

গৃহিণী—"একবার বৌমাকে ডেকে সমস্ত বলি, তারপর তা'র কথা শুনে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

গৃহিণী ডাকিবামাত্র অনুপমা তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; বড়বাবু তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন।

গৃহিনী বলিলেন "দেখ আমার নলিনী এখন বড় হ'য়েছে, সে বামুন চাকর নিয়ে এখানে থাক্‌বে। তোমাকে তো মা তা'র কাছে আমি রেখে যেতে পারি না। তোমার যদি কেউ আত্মীয় স্বজন কাছাকাছি থাকে ত বল, আমরা তোমাদের আজই সেখানে রেখে আসি। সেখানে গিয়ে শচীনকে সব ব'ল্‌ব।

অনুপমার মুখ শুকাইল—ব্যথা-বিজড়িত স্বরে বলিল "আমার বাপের বাড়ীর তো কেউ নাই। শ্বশুর

বাড়ীর সম্পর্কে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই বিদেশে। আর তো আমার কেউ নাই মা!"

গৃহিনী—"তবে কি করা যায় বল?"

অনুপমা বিবর্ণমুখে কহিল "আবার কি পায়ে ঠেল্‌বে মা। অনেক দুঃখ সহ্য ক'রে আপনাদের ঘরে এসে শান্তি পেয়েছি। বল মা কোথায় যাব?"

বড়বাবু—"তোমার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কেরা তোমার কে? তাঁ'রা কোথায় থাকেন?"

অনুপমা—"আমার ভাস্থরপো; কাশীতে ব্যবসা করেন, সপরিবারে সেখানেই থাকেন।"

বড়বাবু—"তবেই ত মুস্কিল, এখন কি করা যায়! নল্লিনী কোথায় গা?"

গৃহিনী—"সে বোধ হয় এখনি আস্‌বে। অনেকক্ষণ বেরিয়েছে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল এমন সময় নলিনী বাড়ী আসিল। বড়বাবু তাহাকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন এবং অনুপমার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ের যুক্তিও জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলিনী সোৎসুকচিত্তে বলিল, "আপনি কি কালই দার্জ্জিলিং মেলে যাবেন?"

বড়বাবু—“হাঁ বাবা, তাই ঠিক কর্‌লাম। এখন যদি না যাই, কিংবা দেরী করি তা হ'লে সাহেবের কাছে নেমকহারামী করা হবে।”

নলিনী অনুপমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল “এঁদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না,—আপনারা এনেছেন, আপনারাই ব্যবস্থা ক'রে যা বল্‌বেন তাই হ'বে।”

বড়বাবু অনুপমার প্রতি “হাঁগা, কাছাকাছি তোমার কি কেউ নাই।”

অনুপমা বলিল “এখন মনে পড়ছে, টালিগঞ্জে আমার মাসতুতো ভগ্নিপতি থাকেন। কিন্তু তাঁহার ঠিকানা জানি না।”

নলিনী—“আপনার মাসতুতো ভগ্নিপতির নাম কি বলুন, বোধ হয় আমি চিনতে পারি—টালিগঞ্জের অনেকের সহিত আমার আলাপ আছে।”

গৃহিণী—“বল না, বল,—লজ্জা কি ?”

অনুপমা সলজ্জে মাথা নিচু করিয়া বলিল “গোপাল চন্দ্র মিত্র।”

নলিনী সত্যই তাঁহাকে চিনিত। একটু ভ্রূ টানিয়া বলিল “ওহো বুঝতে পেরেছি, তাঁদের বাড়ী গোবিন্দপুরে ত ?”

অনুপমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আজ্ঞে হাঁ"।

নলিনী--"তাঁর একটি ছেলের নাম মন্মথ ত?"

অনুপমা—"হাঁ"।

বড়বাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নলিনীকে বলিলেন "তাহ'লে বাবা তুমি ত বাড়ী চেন, এঁদের সেখানে রেখে এস। আমি বলি কি এখনই ব্যবস্থা কর।"

গৃহিণী মাথাটা একটু হেলাইয়া বলিলেন "সেই ভাল।"

নলিনী বলিল "এই আমি আস্‌ছি—এখন পারব না, ৫টার সময় নিয়ে যাব।"

বড়বাবু—"উপায় কি! তাই হ'ক।"

নলিনী সজোর পদবিক্ষেপে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

অনুপমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "মা, আবার কোথায় যাচ্ছি জানি না,—জোয়ারের জলের তৃণের মতন ভেসে বেড়াচ্ছি,—কোথায় কখন লয় হবে অন্তর্যামীই জানেন। বাবা, চা বাগানে গিয়ে সব কথা ব'লবেন। আর চাকরীটা যা'তে থাকে একটু দয়া রাখবেন। আপনি আমাদের অন্নদাতা"। বড়বাবু ও গৃহিণী উভয়েই আশ্বাস দিয়া বলিলেন "কোন ভয় নাই মা—কোন ভয় নাই।"

সকলেরই মুখ মসীমলিন,—সকলেরই অন্তঃকরণে

দুর্ভাবনার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত। কেবল একজনের মন অভীষ্ট বস্তুর সাফল্য-কল্পনায় প্রীতি-প্রফুল্ল !

বিকালে ক্লাবের লোকটি নলিনীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী বৈঠকখানায় নামিয়া আসিয়া তাহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিল। নলিনী লোকটিকে টালিগঞ্জে একটি বাড়ী ঠিক করিতে বলিল। নলিনীর উপদেশ লইয়া লোকটি তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। নলিনী বলিল "দাঁড়াও, আরও একটু কথা আছে। তুমি সমস্ত ঠিক করিয়া অমুক স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিও।" লোকটির নাম উপেন। উপেন সহাস্য বদনে "আচ্ছা" বলিয়া চঞ্চল-চরণে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নলিনী পিতার নিকট আসিয়া বলিল "বাবা, এঁদের প্রস্তুত হ'তে বলুন—আমি পৌঁছাইয়া দিয়া শীঘ্রই বাড়ী ফিরব। আজ আমার শরীরটাও ভাল নহে।"

বড়বাবু তখন তাড়াতাড়ি সমস্ত গুছাইয়া লইতে বলিলেন। যথা সময়ে ট্যাক্সি আসিল। অনুপমা পুত্রকন্যা লইয়া গাড়ীতে উঠিল। অনুপমার অশ্রুপাতের বিরাম নাই। নলিনী ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিল। গাড়ী

ছাড়িবার সময় সহসা সেই কুশীদজীবি দ্রুত আসিয়া "এই মাৎ ছোড়ো" বলিয়া গাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু সবিস্ময়ে ব্যাপার জানিতে চাহিলে সেই লোকটি শচীনের হ্যাণ্ডনোট দেখাইয়া বলিল "বাবু, অনেক দিন থেকে এদের সন্ধানে ফিরছি—দেখা হ'চ্ছে না। এইবার ধ'রেছি—টাকা না পেলে আমি ভয়ানক কাণ্ড বাধাব।"

নলিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—"বাবা না বুঝে এক একটা কাজ করেন; এখন রাস্তার মাঝখানে একি কেলেঙ্কারী!"

বড়বাবুও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমা সত্য নাকি?"

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হাঁ"। অবিরল অশ্রু ধারা তখনও অনুপমার বসন সিক্ত করিতেছিল।

বড়বাবু—"আচ্ছা, তোমরা যাও,—আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।"

৯

গাড়ী দ্রুতবেগে টালিগঞ্জ অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। যথাস্থানে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে নলিনী উপেনকে দেখিতে পাইল। উপেন ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল—ঐ বাড়ী। গাড়ী সেই বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলে, নলিনী সকলকে নামাইয়া লইল ও ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দ্বারের কড়ায় আঘাত করিয়া ডাকিল "গোপাল বাবু, গোপাল বাবু।"

একজন দাসী দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক সকলকে সসম্মানে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। উপেনও ব্যাকুল চিত্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

অনুপমা বাটীর চারিদিক অবলোকন করিয়া বিস্ময়ের সহিত দাসীকে বলিল "বাড়ীতে লোকজন কৈ ?"

আমোদী এইরূপ প্রশ্নের প্রত্যাশা করে নাই, সে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তুমি জানবেই বা কেমন ক'রে। তোমার আস্‌বার ত ঠিক ছিল

না ; বাবু মেয়েছেলেদের নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে গেছেন।”

অনুপমা—“এ বাড়ী তো গোপাল বাবুর নয় দেখ্‌ছি !” .

আমোদী—“হ্যাগো এই বাড়ীই এখন তিনি ভাড়া নিয়েছেন,—তুমি জান না বুঝি !”

অনুপমার হৃদ্‌পিণ্ড তাহার মর্ম্মস্থলে তখন দারুণ আঘাত করিতেছিল। অনুপমা মিনতির সহিত নলিনীকে অধোমুখে জিজ্ঞাসা করিল—“আমি বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি আমাকে কোথায় আন্‌লেন।”

নলিনী মৃদুহাস্যে উত্তর দিল—“তোমাদের ভালর জন্যই এখানে এনেছি।”

ভীতিবিহ্বলা অনুপমা বলিল “তাহ’লে কি গোপাল বাবুর বাড়ী নয় ?”

নলিনী তাহার পশ্চাদ্দেশে ছড়ি গাছটি দুই হাতে ধরিয়া এবং তদুপরি তাহার দেহভার কিঞ্চিৎ ন্যস্ত করিয়া বলিল “না ; তোমার অনুমান সত্য। আমাদের বায়োস্কোপ ফিল্‌মের ফিমেল আর্টিষ্ট করবার জন্য তোমাদের এনেছি।”

অনুপমার কর্ণকুহরে যখন নলিনীর বাক্যগুলি ধ্বনিত

হইতেছিল, সে তখন অনুমান করিতেছিল যেন তাহার চরণতল হইতে ধরিত্রী অতি দ্রুত অপসারিত হইতেছে।

অনুপমা কম্পিত কলেবরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল—"আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! আপনার উদ্দেশ্য কি!"

নলিনী—"উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—তোমরা শুধু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে,—ছবি তোলবার সময়, যা'র সঙ্গে যেমন ভাবে থাক্‌তে ব'লব তা'র সঙ্গে সেই ভাবে থাক্‌বে,—আমাদের যেমনটি দরকার সেই রকম কাজ কর্ব্বে। আমাদের কাজ হ'য়ে গেলে, আমাদেরই কাছে তোমাদের রাখ্‌বো স্থির ক'রেছি। তোমার কোনও চিন্তা নাই—খুব সুখে থাকবে—যখন যা চাইবে তাই পাবে। জান ত, আমি বিবাহ করি নাই—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নলিনী উৎসুক নয়নে অনুপমার মুখপানে চাহিয়া নীরব হইল।

অনুপমার তখন মনে হইতেছিল দেহ যেন তাহার নিজের নহে,—হস্তপদাদি শক্তিহীন,—মস্তিষ্কে ধারণা শক্তির অভাব। অনুপমা স্পন্দহীনভাবে দাঁড়াইয়াছিল।

আমোদী অনুপমার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া "লোকজন কই ব'লে ভাব্‌ছিলে, লোকজনের অভাব কি

বাছা! এখন এঁরাই তোমাদের লোক আর তোমরাই এঁদের জন—বুঝলে?” বলিয়া অনুপমার দক্ষিণ বাহুস্পর্শনে তাহার মৌনভাব ভঙ্গের প্রয়াসী হইল।

অনুপমার ভারহীন দেহ আমোদীর কোমল করস্পর্শ সহ্য করিতে পারিল না;—অনুপমা “ভগবান” বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পতিত হইল।

সুধাংশু ও অমলা অনুপমার দেহ বেষ্টন করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহাদের অস্ফুট করুণ ক্রন্দনে ধরণীর কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল; কিন্তু নলিনী ও উপেনের চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না।

দাসী আমোদিনী বলিল “বাবু, এ যে একেবারে অজ্ঞান হ’য়ে পড়’ল গো?”

উপেন একটু বিরক্ত হইয়া দন্তপিষ্ট স্বরে আমোদীকে বলিল—“আজ বিশ বৎসর ধ’রে এই কাজ ক’চ্ছিস, কখনো এ রকম দেখিস্ নি নাকি?”

আমোদী—“দেখবো না কেন বাবু! আমাকে ফ্যাসাদে ফেল না বাপু,—এর কি ফিটের ব্যারাম আছে নাকি?”

নলিনী ব্যস্তভাবে কহিল “না-না—ওসব কিছুই নয়।

খাওয়া দাওয়ার যা বন্দোবস্ত আছে, জ্ঞান হ'লে খেতে দিবি,—আর চীৎকার না করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখবি। আমি এখন চ'ললাম্। কাল রাত্রি দশটার সময় আসব। উপেন, তুমি এদের একটু সাবধানে রেখ। বাবা চা বাগানে না গেলে আমার আসবার ফুরসৎ হবে না।"

উপেন—"আমিও এখন আসি। আবার খানিক পরে আসব। দেখ্ আমোদ, আমি দরজায় কুলুপ দিয়ে যাচ্ছি, তুই ভিতর থেকে খিল বন্ধ ক'রে রাখিস্। কড়া নাড়লেই খুলে দিবি।"

আমোদী—"বেশ তাই হবে।"

নলিনী ও উপেন চলিয়া গেল এবং দ্বারের বাহিরে কুলুপ বন্ধ হইবার পর আমোদী খিল বন্ধ করিল ও অনুপমার নিকট গিয়া দেখিল তাহার সংজ্ঞা হইয়াছে। সে অনুপমার মুখের কাছে গিয়া বলিল "একটা কথা বলি শোন।"

অনুপমা অশ্রুসিক্ত বদনে কাতরকম্পিত কণ্ঠে কহিল "তুমি কে মা? কি ব'ল্ছ আমাকে?"

আমোদী অনুপমার আরও নিকটস্থ হইয়া তাহার দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া বলিতে লাগিল "দেখ, এই যদি তোমার মনে ছিল, তাহ'লে শুধু তোমার মেয়েটিকে

নিয়ে এলেই ত হ'ত। সঙ্গে কি অত বড় সেয়ানা ছেলে আনে? আমি তো এ কাজ অনেক দিন ধ'রে দেখছি,—বাবা, তোমার মতন বোকা মেয়ে মানুষ তো কখনও দেখিনি—তা' তুমি যাই বল!"

আমোদীর এই উক্তি শুনিয়া সুধাংশু ও অমলা ভয়ার্ত্তচিত্তে অবিরলধারে রোদন করিতে লাগিল। অনুপমা তখন আমোদীর মুখ স্বীয় বসনে আবৃত করিয়া কহিল, "ওমা আর ব'লো না। তুমি একশ'বার বল আমি বোকা মেয়েমানুষ,—আমি তা সহ্য কর'ব—তার জন্য আমাকে ঝাঁটা লাথি মার তা'ও সইব, কিন্তু তোমার অভদ্র কথা আমি শুনতে পারব না।"

আমোদী তাহার মেচেতোময় সুন্দর মুখখানি অঞ্চল-মুক্ত করিয়া ভঙ্গী-সহকারে অনুপমার মুখের কাছে দু'হাত নাড়িয়া বলিল "ও মাগো! ঢং দেখে যে মরি লো! চুপ কর্—চুপ কর্। কালামুখে আর হিত কথা কইতে হবে না।"

অনুপমা নিম্নস্বরে বলিল, "মা, তুমি জান না। চক্র ক'রে নলিনীবাবু আমাদের এখানে এনেছে।"

আমোদী একটু বিদ্রুপ করিয়া কহিল, "এর ভেতর আবার চক্কর ফক্কর কি আছে!"

অনুপমা—"আছে বৈকি মা! আমার স্বামীকে নলিনী বাবুর বাবা, তাঁর চা বাগানের আপীসে পাঠিয়েছেন। তিনি সেইখানে চাকরী কর্ত্তে গেছেন। নলিনীবাবুর বাবা ও মা কাল রাত্রের গাড়ীতে সেখানে চ'লে যাবেন। আমরা তাঁদের বাড়ীতে থাক্‌তাম।" অনুপমা এইটুকু বলিয়া রোদনবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

আমোদী গালে হাত দিয়া অনুপমার কথাগুলি শুনিতেছিল এবং বলিল "এখন কেঁদে কি হবে! তারপর কি হ'ল বল না। তোমার গল্পটা লাগছে ভাল"।

অনুপমা অশ্রুরাশি স্বীয় অঞ্চলে সঞ্চিত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল।

তখন সুধাংশু ও অমলা অশ্রু-বিগলিতনেত্রে আমোদীর দিকে চাহিয়াছিল।

অনুপমা বলিল, "তারপর মা, আমার স্বামী চাকরী করতে যাওয়া পর্য্যন্ত একখানি চিঠিও আমি পাই নাই—"

সুধাংশু তখন বলিয়া উঠিল "মা, নলিনীবাবুর ঘরে উঁকি মারিয়া একদিন দেখেছিলাম একখানা খামের চিঠি জল দিয়ে খুল্‌ছিল।"

অনুপমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে

আমারই চিঠি,—নলিনীবাবু লুকিয়ে খুলে প'ড়ত,—আমাকে দিত না"।

আমোদী গালে হাত দিয়াই সমস্ত শুনিতেছিল এবং বলিল, "তবে তাই নাকি গো! এ্যাঁ—এর ভেতর তা হ'লে দাগাবাজি ঢের আছে দেখ্‌ছি! তারপর!"

অনুপমা—"তারপর মা, সকলেই যখন বাড়ী থেকে চ'লে যাবেন, আর শুধু নলিনীবাবু থাক্‌বে—আমি তো আর সেখানে একা তা'র সঙ্গে থাক্‌তে পারি না—"

আমোদিনী সবিস্ময়ে—"সত্যিই তো! তারপর—"

অনুপমা—"তারপর নলিনী বাবুর মা, নলিনী বাবুকে বল্‌লেন, আমাকে আমার ভগ্নিপতির বাড়ীতে রেখে আস্‌তে! আমি সরলমনে তাঁর সঙ্গে আমার ভগ্নিপতির বাড়ী যাব ব'লে এসে, এই বিপদে পড়েছি।"

আমোদিনী শিহরিয়া উঠিল।

অনুপমা বলিল, "ভগবান ভরসা মা, সতী শিরোমণি শ্রীদুর্গা ভরসা"—বলিতে বলিতে অনুপমার দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সম্মুখে একখানি ছোরা পতিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল, "যদি কোন বিপদ হয় মা, এই ছোরা আগে মেয়েটার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে তারপর আমার ধর্ম্ম আমি রক্ষা ক'রব।

ভগবান কি নাই! আছেন,—আছেন, নইলে কে আমার সাম্‌নে এই অস্ত্র দিল।”

পাষাণ গলিল,—মরুভূমির তপ্ত বালুকাবক্ষ ভেদ করিয়া স্নিগ্ধ শীতল সলিলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিল,—অনুপমার মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনীর নির্ম্মম আঘাতে পাপিষ্ঠা আমোদিনীর পাপপ্রবৃত্তির আবেষ্টন ভগ্ন হইয়া হৃদয়ের রুদ্ধ করুণার অমৃতস্রোত অনন্ততরঙ্গে প্রবাহিত হইল।

আমোদিনী দণ্ডায়মান হইয়া কটিবন্ধন করিতে করিতে বলিল, “ভয় কি মা, ভগবান আছেন বৈকি! আমাকে নলিনী যেমন শিখিয়েছিল সেই রকম ভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা ক’য়েছিলাম। এখন এই দেখ, আমার কঠিন পাথরের মত প্রাণটা তোমাদের জন্য কেঁদে উঠেছে। ভদ্দর গেরস্তর মেয়েদের ঠগ্‌বাজী ক’রে এনে এত অত্যাচার! আমি তোমাদের সহায় হব মা,—কোন ভাবনা নেই!”

দণ্ডায়মানা আমোদীর পদতলে তিনজনে একত্র লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, “কি উপায় কর্‌বে মা? তোমার দ্বারা কি উপায় হবে! দরজায় যে কুলুপ বন্ধ।”

আমোদী তিন জনকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, “বুক বাঁধ,—উপায় আছে—নিশ্চয়ই উপায়

আছে,—উপায় ঠিক করেই রেখেছি! এখন বল তোমার ভগ্নিপতির ঠিকানা কি?"

আমোদীর নয়নদ্বয় বিস্ফারিত ও প্রোজ্জ্বল—স্বর বজ্রকঠোর!

অনুপমা বলিল "তা-তো মা জানি না। টালিগঞ্জে থাকেন। নলিনীবাবু তাঁর বাড়ী জানে ব'লে, আমাদের নিয়ে এসে এই বিপদে ফেলেছে।"

আমোদী উপবেশনান্তর বলিল, "হুঁ;—তোমার ভগ্নিপতির নাম কি?"

অনুপমা উত্তর করিল, "গোপালচন্দ্র মিত্র।"

আমোদী "আমি তো মা চিন্‌তে পার্‌লাম না। তবে তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস ক'রে আমি যেখানে নিয়ে যাব, যেতে পার, তা হ'লে আর তোমাদের কোন ভয় থাক্‌বে না।"

অনুপমা—"বল কোথায় যাব?"

অনুপমা কথাগুলি বলিল বটে, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর একটা প্রলয়ের ঝটিকা বহিতে লাগিল।

আমোদী—"আমি বুঝতে পাচ্ছি, আবার কোথায় যেতে হবে শুনে তোমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবার বল্‌ছি, আমি থাক্‌তে তোমাদের কোন ভয় নেই।

এ যায়গার নাম টালিগঞ্জ, এখানে থাক্‌লে তোমাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না। চল তোমাদের কল্‌কাতা ছাড়া ক'রে নিয়ে যাই।

অনুপমা—"বিদেশে কোথায় নিয়ে যাবে মা ?"

আমোদী—"বিদেশে কি তোমার কেউ নেই ?"

অনুপমা—"আছেন,—কাশীতে।"

আমোদী—"তাঁহাদের নাম জান ত ? ঠিকানা জান ত ?"

অনুপমা—"কাশী,—পাঁড়ে হাউলিতে তাঁরা থাকেন !"

আমোদী—"চল, কাশীতেই নিয়ে যাই।"

অনুপমা—"একা তোমার সঙ্গে !"

আমোদী—"মা, অনেক দেখেছি,—অনেক পুরুষকে ট্যাঁকে রেখেছি। আমোদী আমার নাম—আমোদী অনেক আমোদ ক'রে এখন পাকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তোমার কথা শুনে সব আমোদে আমার এখন ঘেন্না ধ'রে গেল। এখন চল, "জয় বাবা বিশ্বনাথ" ব'লে কাশীর দিকে যাই। টাকা আছে ত ?"

অনুপমা—"আছে মা, মাত্র দশ টাকা।"

আমোদী—"দরকার নেই টাকা। তোমাকে আটকাবার জন্য বাবুরা এই দেখ একশো টাকা বক্‌শীস করেছে— আজ এই টাকার সদ্ব্যয় ক'রব।"

অনুপমা—"দরজায় যে কুলুপ দেওয়া মা।"

আমোদী—"বাড়ীর পিছনের দরজায় কুলুপ বন্ধ—ঐ কুলুপের চাবি এই দেখ আমার কাছে। ঐ দরজা খুলেই বাগান—আর ঐ বাগান পার হলেই বড় রাস্তা! রাস্তায় গিয়ে মোটর ভাড়া ক'রে হাবড়া ষ্টেশনে যাই চল। শীগ্‌গির ওঠ দেরী ক'র না—যাবার সময় একবার প্রাণভ'রে বল "জয় বাবা বিশ্বনাথ"।

সকলে অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "জয় বাবা বিশ্বনাথ"। আমোদী অনুপমাদের লইয়া দরজা খুলিল—বাগান অতিক্রম করিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিল। সুধাংশু ও অমলার মুখে হাসির অস্ফুট রেখা দেখা দিল বটে, কিন্তু অনুপমার বদনমণ্ডল চিন্তার নিবিড় কালিমায় আবৃত।

ট্যাক্সি ছাড়িবার সময় অদূরে একদল বৈষ্ণব খোল করতাল বাজাইয়া ভিক্ষা করিতেছিল এবং কীর্ত্তনের সুরে গাহিতেছিল—

"শুন বুড়ীমাই কহিতে ডরাই, আমার মরম দুঃখ,—
আমার দুঃখের কথা কইব কারে
তুমি বিনা, আর কৃষ্ণ বিনা, আমার কেউ নাই—"

আমোদী অনুপমাকে বলিল "মা—ও পাপের বাড়ীর

দিকে তাকিও না। অনেক পাপের কাজ ও বাড়ীতে হ'য়েছে। ওটা মানুষের পুরী নয়—পাপীর নরক। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ! পায়ে রেখ।"

ট্যাক্সি শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিতে লাগিল।

তখন অংশুমালী দৈনিক ব্রত উদযাপন করিয়া কনকাচলে অস্তমিত হইয়াছেন—সন্ধ্যারাণীও আকাশপট হইতে বসুমতীকে স্বচ্ছতিমিরাবৃত করিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়াছেন,—পুররমণীগণ মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনিতে সান্ধ্যগগণ প্লাবিত করিয়া ভগবচ্চরণে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন। অনুপমা এই শুভ মুহূর্ত্তে সচল ট্যাক্সিতে নিমীলিত নেত্রে বিশ্বস্রষ্টার পদে শির নত করিল।

ট্যাক্সি হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলে আমোদী ট্যাক্সি-চালককে ভাড়া দিল ও অনুপমাদের লইয়া ষ্টেশনের ভিতর গমন করিয়া কাশীর টিকিট কিনিল। অনুপমা রেলগাড়ীতে উঠিয়া বারেক উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল - হীরকপ্রভা বিনিন্দিত শুভ্র নক্ষত্রখচিত সুনীল নভোমণ্ডলে পূর্ণ প্রকাশিত হিমাংশু স্নিগ্ধ কিরণরাশি বিস্তারপূর্ব্বক তাহার আনন শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আমোদী বলিল—"দেখ মা, আমরা দস্যুদের কঠিন

বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি ব'লে, আজ চাঁদের মুখেও সুখের হাসি ফুটে উঠেছে।"

আমোদীর কথা শুনিয়া অনুপমার অধরপ্রান্তে-ক্ষণপ্রভার ন্যায় হাস্যরেখা দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ বিলীন হইল।

অনুপমা আমোদীকে বলিল "দেখ,—একটা কথা আমি ভাবছি।"

আমোদী—"কি কথা মা!

অনুপমা—"তুমি তো আমাদের নিয়ে চ'ল্লে, কিন্তু তোমার সংসারের কথা একবারও ভাবলে না?

আমোদী—"আমার সংসার! আমার সংসার আছে কি? এই দেহটাই আমার সংসার। আমি কে—কি ছিলাম সে কথা তোমার শুনে দরকার নেই মা, যদি অবসর হয়, তখন ব'লব। এখন তোমার কৃপায় আমি পথ চিনতে পেরেছি মা।"

অনুপমা—"সে কি মা, তুমিই আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে চ'লেছ। আমাদের বল-ভরসা এখন তুমি।"

আমোদী করযোড়ে অনুপমাকে বলিল "না মা ও কথা ব'ল না, আমি মহাপাপী, কালসাপিনীর মত অনেকের অনেক অনিষ্ট ক'রেছি, তোমাকেও দংশন ক'ত্তে গিয়ে-

ছিলাম,—কিন্তু দেখলাম তুমি দেবী। চৈতন্যদেবের দর্শনে যেমন জগাই মাধাই মুক্ত হ'য়েছিল, তোমার দর্শনে আজ আমার তেমনি মুক্তি হ'ল—আমার সংসার নেই মা তা'র জন্য তুমি কিছুমাত্র ভেব না।

বাষ্পরথ হাওড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল।

১০

পরদিন যথা সময়ে নলিনীকান্ত পিতামাতাকে দার্জ্জিলিং মেলে উঠাইয়া দিয়া একেবারে বরাবর টালিগঞ্জে গমন করিল। সেখানে দেখিল বাড়ীতে কুলুপ বন্ধ। নলিনী রাত্রিকালে বাড়ীর সম্মুখে ডাকাডাকি না করিয়া ক্লাবে গেল। তখন ক্লাব বন্ধ। নলিনীর প্রাণের চাঞ্চল্য তখন এত অধিক যে তাহার ইচ্ছা কুলুপটি ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। সে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখর দংশন করিতে করিতে স্থির করিল উপেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চাবি লওয়া যাউক। নলিনী তাড়াতাড়ি উপেনের বাড়ী গিয়া বলিল "চাবিটা দাও, আর ক্লাবের কাহাকেও এখনও কিছু বল নাই ত?"

উপেন ম্রিয়মান হইয়া বলিল "এই চাবি লও—ক্লাবের কেহই এ কথা জানে না।"

নলিনী—"আমি যদি ভুলেও গিয়ে থাকি, একটা চাবি তো আমাকে দিতে হয়! এখন চল-চল।"

উপেন—"গিয়ে কি কর্ব্ব, সেখানে তো কেউ নেই।"

নলিনী এক পা মাটিতে ঠুকিয়া এবং উপেনের একখানি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সরোষে বলিয়া উঠিল "কি বল্‌ছ—কেউ নাই কি রকম?"

উপেন—"আমি কাল রাত্রে দশটার সময় গিয়ে দেখলাম পাখী পালিয়েছে!"

নলিনী—"কোথা দিয়ে পালাল! কি ক'রে পালাল! তুমি আমাকে ঠাকুমার গল্প শোনাচ্ছ নাকি?"

উপেন—"এ একেবারে খাঁটি খবর, কেমন ক'রে পালাল জানি না। আলো ছিল না,—অন্ধকার অবস্থায় বিশেষ বুঝতে পারি নাই।"

নলিনী উপেনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। উপেন বলিল "দাঁড়াও, বাড়ীতে একবার ব'লে আসি।"

নলিনী ঘন ঘন সজোরে শ্বাস প্রশ্বাস লইতেছিল; সে বলিল "যাও, শীঘ্র এস।"

উপেন বাড়ীর ভিতর সংবাদ দিয়া নলিনীর সহিত চলিল। নলিনী যাইবার সময় বার্‌বার উপেনের দিকে রোষকষায়িত তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।

দরজার চাবি খোলা হইল বটে, কিন্তু ভিতর হইতে খিল বন্ধ থাকায় দরজা খোলা গেল না।

উপেন তখন বলিল "দেখ্‌লে তো।"

নলিনী—"এত রাত্রে চীৎকার ক'রে ডাকাডাকি করাও উচিত নয়—এস প্রাচীর টপ্‌কে ভিতরে যাই।"

উপেন—"এই রাত দুপুরে কোথায় লাফালাফি ক'রবে ভাই।"

নলিনী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল "তা হ'লে এ সব তোমারই কারসাজি।"

উপেন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উত্তর দিল "আমাকে দোষ দাও কেন ?"

নলিনী উপেনের হাত ধরিয়া বলিল "তবে লাফাও—চল—দেখি ব্যাপার কি!"

দুই জনে প্রাচীর লাফাইয়া ভিতরে পড়িল। নলিনী পকেট হইতে একটি টর্চ্চ বাহির করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অপহৃত লোকদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কে! শূন্য গৃহ নির্জ্জনতার সাক্ষ্য দিতেছিল মাত্র। হঠাৎ উপেন বলিয়া উঠিল "হ'য়েছে হে,—এই দরজার কুলুপ ভেঙ্গে পালিয়েছে। এই দেখ দরজা খোলা"। নলিনী আশ্চর্য্যের সহিত বলিল "এত সাহস! আমোদী কোথায় ?"

উপেন—"কি জানি ভাই, এ রহস্য আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

নলিনী—"একশো টাকা আমোদীকে দিয়াছ নাকি ?"

উপেন—"তা দিয়াছি বৈ কি, নইলে সে এ কাজে হাত দিতে স্বীকার হয় নাই।"

নলিনীর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে-ছিল। সে বলিল—"কাজ সবই পণ্ড হয়ে গেল,—শুধু তোমার জন্য উপেন।

উপেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "দেখছি তুমি আমাকেই যেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী ক'চ্ছ। বাস্তবিক বল্‌ছি আমি কিছুই জানি না। আমি আমোদীর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, তারও কোন উদ্দেশ পাই নাই।"

নলিনী বলিল—"দেখ উপেন, তুমি দুইজন স্ত্রী-লোকেরই সন্ধান জান,—নিশ্চয়ই এ তোমার কাজ,—কিছু মন্দ অভিসন্ধি আছে, তাই তা'দের এখান থেকে স্থানান্তরিত ক'রেছ।"

উপেন একটু রুক্ষস্বরে বলিল "সাবধান নলিনী—For nothing আমাকে ওরকম দোষ দিও না।"

উন্মত্তের ন্যায় নলিনী সহসা উপেনের গালে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিল "নিশ্চয় দোষ দিব—এ

কাজ তোমার,—আমি হাজারবার বল্‌ছি এ কাজ তোমার !”

উপেন গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল “এখনও সাবধান নলিনী ! এখনও তোমায় বন্ধু বলে সম্মান দিচ্ছি। খবরদার সহ্যের বাহিরে যেও না।”

নলিনী উপেনের ঘাড় ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া বলিল “এ তোর কাজ। রাস্‌ক্যাল, বল্‌ তা’রা কোথায় ?”

উপেন পড়িয়া গেল,—কিন্তু অনতিবিলম্বে উঠিয়া নলিনীর মুখে এমন সজোরে ছুইটা ঘুঁসি মারিল যে নলিনী জ্ঞান হারাইয়া ভূমিশায়ী হইল। উপেন তাহাতেও সন্তুষ্ট হইল না, নলিনীর মাথায় নির্ম্মমভাবে পদাঘাত করিয়া টর্চ্চটি লইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তখন নলিনীর শিরোদেশ হইতে শোনিত-পাত হইতেছিল।

নলিনী সেই নির্জ্জন বাড়ীতে অজ্ঞান অবস্থায় সারা রাত্রি অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রত্যুষে মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ুর সাহায্যে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইল। অতি কষ্টে উঠিয়া দেখিল,—তাহার রুধিররঞ্জিত বস্ত্রাদি পূর্ব্বরাত্রের দুষ্কৃতির স্মৃতি প্রকাশ করিতেছে। মাথায়

গুরুতর বেদনাও অনুভব করিল। ধীরে ধীরে ছড়ি-গাছটি তুলিয়া লইল এবং তাহার সাহায্যে দরজা ও বাগান অতিক্রম করিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিতে চেষ্টা করিল। ট্যাক্সি চালকেরা বাবুর অবস্থা দেখিয়া প্রথমে তাহাকে লইতে অস্বীকার করিতেছিল,—যদি কোন রকম বিপদে পড়ে ইহাই তাহাদের আশঙ্কা! নলিনী কিছু বেশী টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় একজন ড্রাইভার তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া গেল।

গাড়ী নলিনীর বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভৃত্য, বাবু আসেন নাই বলিয়া দুশ্চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছে,—হঠাৎ বাবুর এই দশা দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত নলিনীকে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামাইয়া গৃহমধ্যে কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। ট্যাক্সিকে চুক্তিমত ভাড়া দিয়া ভৃত্য পুনরায় বাবুর নিকট গেল। লিনী ইসারায় ভৃত্যটিকে ডাক্তারের নিকট শীঘ্র খবর দিতে বলিল।

বাবুকে কিয়ৎক্ষণের জন্য একাকী বাড়ীতে রাখিয়া, ভৃত্য ডাক্তারের নিকট গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বাবুর অজ্ঞান অবস্থা।

বাবুদের অসুখ হইলে ভৃত্যটিই প্রায় সেবা শুশ্রূষা

করিত। নলিনীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভৃত্য তাহার মাথায় অডিকলোন সিঞ্চন করিয়া অতি সন্তর্পণে ব্যজন করিতে লাগিল। ইহাতে নলিনী কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিল।

অনতিবিলম্বে ডাক্তারও আসিলেন, নলিনীর বাহ্যিক আকৃতি বিশেষভাবে পরীক্ষা পূর্ব্বক দেখিলেন নলিনীর খুব জ্বর—১০৫ ডিগ্রী। ভৃত্যকে নলিনীর মাথায় বরফ দিবার বন্দোবস্ত করিতে,—রীতিমত ঔষধ খাওয়াইতে ও বড়বাবুকে তারে খবর দিতে বলিলেন— কারণ অবস্থা খুব আশাজনক নহে।

ভৃত্য ইংরাজী জানে না—টেলিগ্রামের কথাগুলি ডাক্তারের নিকট হইতে লিখাইয়া লইল এবং নিকটস্থ ডাকঘরে গিয়া টেলিগ্রামখানি ছাড়িয়া আসিয়া দেখিল বাবু ভুল বকিতেছেন। সে, বাবুর মাথায় আইস্ ব্যাগ দিতে বসিল। ভৃত্যের নাম নিতাই।

১১

পশ্চিমাঞ্চলের প্রস্তরময় পথ উপেক্ষা করিয়া রেল-গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়া একটি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানি পুরুষের গাড়ীতে আমাদের পরিচিত অনুপমা, সুধাংশু, অমলা ও আমোদী বসিয়া আছে। আমোদী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, কাশী আর কত দূর?

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তোমরা কাশী যাবে?"

আমোদী—"আজ্ঞে হাঁ।"

ভদ্রলোকটি প্রাচীন। তিনি উত্তর করিলেন, "এখনও তিন ঘণ্টা দেরী। তোমরা কাশীতে কোথায় যাবে?"

আমোদী—"পাঁড়ে হাউলি।"

ভদ্রলোকটি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পাঁড়ে হাউলি! কা'দের বাড়ী?"

আমোদী অনুপমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "বল ত মা কা'দের বাড়ী।"

অনুপমা অনুচ্চস্বরে বলিল, "হিমাংশু বসুর বাড়ী।" আমোদী সেই নামটি ভদ্রলোকটিকে জানাইয়া দিলে তিনি বলিলেন "আমার বাড়ীর পাশেই তাঁ'রা থাকেন।"

আমোদী সহর্ষে বলিল—"তবে আপনার সঙ্গেই আমরা যাব।"

ভদ্রলোক—"বেশ! তোমাদের সঙ্গে পুরুষ অভি-ভাবক নাই?"

আমোদী—"আজ্ঞে না, বড় বিপদে পড়েই সেখানে যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক—"ও—ও,—হিমাংশু বসু সেখানকার খুব অবস্থাপন্ন লোক। তাঁদের অনেক বড় বড় কারবার। তিনি তোমাদের কে?"

আমোদী—"আজ্ঞে, আমাদের এই মা'র ভাসুর-পো।"

ভদ্রলোক—"ও—ও,—তা বেশ, আমার সঙ্গেই যেও।"

আমোদী খাবার কিনিয়া সুধাংশু ও অমলাকে খাইতে দিল। তাহারা অনিচ্ছাসত্ত্বে সামান্য কিছু আহার করিল।

রেলগাড়ীতে উঠিয়াও অনুপমার মন হইতে নূতন বিপদপাতের আশঙ্কা দূর হয় নাই,—বিষাদের ঘনকৃষ্ণ

মেঘমালায় তাহার হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন,—মধ্যে মধ্যে আশার ক্ষীণ সৌদামিনী প্রভা তাহার চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করিতেছিল। আমোদী অনুপমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন মা,—আব ত ভয় নেই।"

অনুপমা—"জান ত মা, স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব, আমি তাঁকে ছেড়ে কোথায় ভেসে যাচ্ছি! জানি না তিনি কেমন আছেন,—আমাদের জন্য কত ভাবছেন। মা, আমার মত দুঃখিনী জগতে আর কে আছে?"

আমোদী—"স্বামীর ঠিকানায় পত্র দিও,—তা হ'লেই তাঁর সংবাদ পাবে।"

অনুপমা—"নূতন জায়গায়, নূতন চাকরীতে গেছেন,—ঠিকানা জানি না,—তাই এত দুঃখ।"

আমোদী—"ভগবানকে ডাক, তিনিই তোমাকে পরমনিধি মিলিয়ে দেবেন।"

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া আবার দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

১২

বড়বাবু চা-বাগানের আপীসে আসিয়া দেখিলেন শচীন কাজ করিতেছে। বড়বাবু খুব খুসী হইলেন। শচীন বড়বাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাড়ীর খবর কি?"

বড়বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন,—তুমি জান না?"

শচীন—"অনেকগুলি চিঠি লিখেছি, কিন্তু এক খানিরও জবাব পাই নাই।"

বড়বাবু—"কোথায় চিঠি লিখেছ?"

শচীন—"আপনার বাড়ীতে।"

বড়বাবু—"তোমার পুত্র পরিবার তো আমার বাড়ীতে নাই।"

শচীন ছলছলনেত্রে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তবে তা'দের কোথায় রেখে এলেন!"

বড়বাবু—"টালিগঞ্জে তোমার স্ত্রীর মাসতুতো ভগ্নি-পতির বাড়ী আমার ছেলে নিজে গিয়ে রেখে এসেছে।"

শচীন—"গোপালবাবুর বাড়ী!"

বড়বাবু—"হাঁ, হাঁ, গোপালচন্দ্র মিত্রই যেন নামটি শুনেছিলাম।

শচীন একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবে কি সেখানে একখানা টেলিগ্রাম ক'রব?

বড়বাবু—"নিশ্চয় কর্‌বে, কোন খবর নাই,—একি কথা!"

শচীন, গোপাল বাবুকে তৎক্ষণাৎ একখানি Prepaid Telegram করিয়া দিল।

বড় সাহেবের অসুস্থতার জন্য বড় বাবুর উপর গুরু কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে,—সুতরাং আপীসের কার্য্যাদি শেষ করিতে বিশেষ বিলম্ব হইতেছিল। এই পঞ্চপঞ্চাশৎ বৎসর বয়সেও তিনি যেরূপ উদ্যমশীল ও কর্ম্মঠ, অনেক যুবাপুরুষও তাঁহার ন্যায় কর্ম্মদক্ষ ও কষ্ট-সহিষ্ণু নহেন। শচীনও টেলিগ্রামের আশাপথ চাহিয়া বড় বাবুর সহিত আপীসে কাজকর্ম্ম করিতেছিল, এমন সময় একখানি টেলিগ্রাম আসিল। শচীন দেখিল খামের উপর বড় বাবুর নাম। শচীন বড় বাবুকে টেলিগ্রাম খানি দিল। বড় বাবু পড়িতে লাগিলেন—

"Nalini Babu seriously ill, come sharp—
Nitai."

বড়বাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়া ছোট সাহেবকে সেই টেলিগ্রামখানি দেখাইলেন, ছোটসাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার ছুটি মঞ্জুর করিলেন এবং তিনি সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন মানসে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া শচীনকে বলিলেন, "তুমি এখন এইখানেই থাক, আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইলে অন্য বন্দোবস্ত করিও।"

বড় বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই শচীনের নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। শচীন তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িল—

Whereabouts your family unknown, do needful—Gopal.

শচীন তখন ভয়বিকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একি হ'ল বড়বাবু! কোথায় আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাসিয়ে দিয়ে এলেন বলুন!"

বড়বাবু ব্যতিব্যস্তভাবে বলিলেন, "তাইত, তাইত— ভারি সমস্যার ব্যাপারে প'ড়ে গেলাম যে!"

শচীন উন্মাদের মত বলিল, "আর আমি থাক্‌বো না বড়বাবু, আমি এ চাকরী এখনই পরিত্যাগ কর্‌লাম। আমি আজই কল্‌কাতায় যাব।"

বড়বাবু—"ছট্‌ফট্‌ ক'রছ ত? ভাড়া আছে?"

শচীন ঃ—"Overtime খেটে টাকা পেয়েছি বড়-বাবু। আমি আর থাক্‌তে পারি না। রইল সব।" বলিয়া শচীন চলিয়া গেল।

বড়বাবু ব্যাপারটি একটু চিন্তা করিয়া ছোট সাহেবের নিকট পুনরায় সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন। ছোট সাহেব টেবিলে করাঘাত করিয়া উত্তর দিলেন "তোমাকে ছুটি দিয়াছি,—তুমি চলিয়া যাও। যতদিন তোমার ছেলে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না করে ততদিন তুমি আসিও না—আমি অন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইব, কিন্তু নূতন বাবুকে ছাড়িতে পারিব না।"

বড়বাবু—"সাহেব সে তো চলিয়া গিয়াছে।"

ছোট সাহেব ঃ—"তুমি এখনই চলিয়া যাও, তুমি তাহার জন্য ভাবিও না।"

বড়বাবু সেলাম দিয়া চলিয়া গেলেন।

সাহেব জোরে ঘণ্টা বাজাইলেন,—সঙ্গে সঙ্গে বেহারা আসিয়া হাজির হইল। সাহেব গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন "চৌকীদার বোলাও।"

বেহারা দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া চৌকীদারকে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিল। চৌকীদার দীর্ঘ সেলাম করিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সাহেব বলিলেন

"দেখো, নয়া বাবু হিঁয়াসে ভাগ্ গিয়া, উস্‌কো পাক্‌ড়ো।"

চৌকীদার সেলামের সহিত "বহুৎ আচ্ছা হুজুর" বলিয়া ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিল।

*   *   *   *

কোথায় কোন পথ দিয়া শচীন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়াছে কে তাহার সন্ধান পাইবে!

১৩

হিমাংশুর বাড়ীতে অনুপমা তাহার সন্তানাদি ও আমোদীকে লইয়া উপস্থিত হইলে হিমাংশু মুহূর্ত্তেক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে অনুপমার দিকে "এই যে কাকীমা এসেছ" সুধাংশু ও অমলার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া "এই যে তোরাও এসেছিস্ দেখ্‌ছি! বেশ-বেশ!" বলিয়া অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কাকীমা এঁকে তো আমি চিন্‌তে পাচ্ছি না।"

আমোদী বলিল "আমি মা'র দাসী।"

অনুপমা যেন একটি বাক্‌শক্তিহীন পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল।

হিমাংশুর স্ত্রী ত্বরিত পদে আসিয়া অনুপমাকে প্রণাম করিল এবং অনুপমা, সুধাংশু ও অমলার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। আমোদীও তাহাদের অনুসরণ করিল। হিমাংশুর স্ত্রী সাগ্রহে বসিবার উপযুক্ত আসন গৃহতলে

বিস্তৃর্ণ করিয়া সকলকে যত্নপূর্ব্বক বসাইল। আমোদী গৃহদ্বারের একপার্শ্বে উপবেশন করিল।

হিমাংশু বলিল "কাকীমা! কাকাবাবু কোথায়?"

অনুপমা "তোমার কাকাবাবুকে বনবাসে রেখে এসেছি বাবা" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। অমলা সুধাংশুও কাঁদিতে লাগিল। আমোদীও চক্ষু অঞ্চলাবৃত করিল।

কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন হিমাংশু উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল "কাকীমা, শীঘ্র বল কাকাবাবুর সংবাদ কি? তিনি কোথায়?"

অনুপমা তখন আদ্যোপান্ত সকল কাহিনী বলিল। শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। হিমাংশুর স্ত্রী তখন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কহিল "কাকীমা, এত বিপদ—এত লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে যে এখানে আস্‌তে পেরেছেন এতে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।"

অনুপমা আমোদীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হিমাংশুর স্ত্রীকে বলিল "মা, এই দেখ আমার উদ্ধার কারিণী। আজ আমোদী তোমাদের কাছে আমার দাসী ব'লে পরিচয় দিল বটে—কিন্তু বিপদে যে রমণী উদ্ধার করে সে মাতৃস্বরূপা—আমোদীই আমার বিপত্তারিনী জননী।"

তখন সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আমোদীর প্রতিই পতিত হইতেছিল !

আমোদী হিমাংশুকে করজোড়ে বলিতে লাগিল "দাদাবাবু, ভগবান রক্ষা কর্ত্তা—আমি কে দাদাবাবু, বল ত ? এখন আমার এই ভিক্ষা, তোমাদের বাড়ীর একপাশে আমাকে একটু ঠাঁই দিও। রোজ দশাশ্বমেধে স্নান ক'রব আর বিশ্বনাথ দর্শন ক'রব।"

পরে কাতর অনুনয়ে আবার বলিল—"আর দাদাবাবু, শেষকালে আমার এই হাড় ক'খানা মণিকর্ণিকায় রাখবার ব্যবস্থা ক'র। দাদাবাবু, বল একবার এই ভিক্ষা পূর্ণ কর্ব্বে ?"

হিমাংশু হর্ষবিকশিত চিত্তে বলিল "দেখ আমোদী, তোমার স্থান অনেক উচ্চে। তুমি সতীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছ, তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে—চিন্তা ক'র না। ভগবান তোমার মতিগতি ফিরাবার জন্যই বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছেন। কাকী-মারও আর চিন্তার কারণ নাই। তুমি, কাকীমা, আজ থেকে আমার সংসারে গৃহিণী। এখন কাকাবাবুর কি উপায় করা যায় ?"

অনুপমা—"দেখ্ বাবা তোরা—আমি ঠিকানা জানি-

না—চিঠিও পাই নাই, এখন তোরাই আমার ভরসা,—একটা উপায় কর্ বাবা।”

হিমাংশু—“কাকাবাবুর এক দোষ,—কখনও আপনার লোকের কাছে কিছু জানান না। এত কষ্ট গেছে, আমাকে একটু সংবাদ দিলে আমি কি তার প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌তাম না” ?

অনুপমা অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল “কি ক’র্ব্ব—বাবা, বুদ্ধির ভ্রম—নইলে তোমরা থাক্‌তে আজ আমার এই দুর্দ্দশা! আজ তোমার কাকীমা স্বামীহারা—কাঙ্গালিনী ;—পথে পথে ঘুরে কত যাতনা সহ্য ক’রেছি। এই ছেলে মূর্খ হ’য়ে আছে,—আর এই এত বড় আইবুড়ো মেয়েটা আমার বুকের শূল।

হিমাংশু অনুপমাকে শান্ত হইতে বলিল ; তাহার স্ত্রীকে অনুপমাদের যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিল এবং অনুপমার আদেশ লইয়া নিজকর্ম্মে চলিয়া গেল।

১৪

শয্যাগত নলিনী মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য মাঝে মাঝে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছিল। যখন সে "অনুপমা কই" বলিয়া দণ্ডায়মান হইবার প্রয়াসী হইত, সে অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া রাখা দু'একজনের সাধ্যাতীত।

নলিনীর শিয়রে তাহার মাতা, বিছানার মধ্যস্থলে তাহার পিতা এবং চরণপ্রান্তে নিতাই বসিয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছিল। চেয়ারে বসিয়া একটি নার্স অনিমেষ নয়নে রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল।

নলিনীর অবান্তর কথার শেষ নাই। "অনুপমাকে দাও উপেন,—ফিল্‌ম নষ্ট হ'য়ে যায়; এই—এই ধর ধর উপেন পালিয়ে যায়,—পালিয়ে গেল।" বলিতে বলিতে নলিনী সকলকে ঠেলিয়া এরূপ ভাবে উঠিবার চেষ্টা করিল যে, সে খাট হইতে নীচে পড়িয়া গেল। নলিনীর পিতা-মাতা হৈ-চৈ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নার্স তাড়াতাড়ি

নলিনীকে ধরিবার চেষ্টা করিতে গেল,—কিন্তু পারিল না। নলিনী নার্স টির হাত সজোরে ধরিয়া বলিল, "অনুপমা— অনুপমা—তুমিই অনুপমা—অ—নু—প—মা" বলিতে বলিতে নার্সের হাত ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।"

সকলে নলিনীকে ধরিয়া পুনরায় শয্যায় তুলিয়া দিল। নার্স বলিল "ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন বোধ হয়।"

নিতাই সত্বর বাহিরে গিয়া ডাক্তার বাবুকে গৃহমধ্যে আনিল।

ডাক্তার রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বড় বাবুকে বলিলেন, "দেখুন, জ্বর তো তেমন নাই—অবস্থাও ভাল—কিন্তু আমার বোধ হয় নলিনীর উন্মাদের অবস্থা ঘনাইয়া আস্‌ছে। এ ব্যারাম ভাল হ'বার নহে। কারণ, মাথাটা একদম খারাপ হ'য়ে গেছে। আপনারা চিকিৎসার অন্য ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তার বাবুর কথায় বড়বাবুর আপাদমস্তক কম্পান্বিত হইল এবং সমস্ত অবয়ব শক্তিহীন হইয়া মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কম্পিত-কণ্ঠে ডাক্তার বাবুকে বলিতে লাগিলেন, "মশাই, সত্যই কি আমার ন'লে পাগল হ'য়ে যাবে! আপনারা থাক্‌তে পাগল হ'য়ে যাবে! আপনি আরও ভাল ক'রে দেখুন।"

গৃহিনী রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু আপনার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, আমার নলিনীকে সারিয়ে দিন, যত টাকা চান দেব—নলিনীকে সারিয়ে দিন।"

ডাক্তার—"আমার দ্বারা যা হ'বার তা হ'য়েছে। রোগ সেরে গেছে। কিন্তু এখন পাগলের অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে। আমি আর কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

নার্স বলিল, "আমিই বা আর কেন থাকি! এখন এঁকে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিন,—দুর্ব্বলতা যাবে। কোন স্ত্রীলোকের মোহবশেই ইনি পাগল হ'লেন দেখ্‌ছি।"

বড়বাবু দণ্ডায়মান হইয়া ডাক্তারের করযুগল নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া কাতরভাবে বলিলেন—"আর একটু চেষ্টা ক'রে দেখুন ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার—"আমি আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্ব না। নার্সকেও ছেড়ে দিন। এখন আপনারা একটু দেখুন শুনুন।"

বড়বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক্তার ও নার্সের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন। তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

নিকটেই গরম দুধ ছিল। নিতাই দুধের পেয়ালাটি গৃহিণীর হাতে দিল। গৃহিণী ধীরে ধীরে নলিনীকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে এক ধূলি-মলিনবস্ত্রধারী ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার কেশ রুক্ষ—বহু দিন ক্ষৌরী অভাবে দাড়ি গোঁপ বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—মুখশ্রী লাবণ্যবর্জ্জিত—পায়ে একজোড়া অর্দ্ধছিন্ন কর্দ্দমাক্ত সাদা ক্যাম্বিসের জুতা।

বড়বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "দেখ শচীন, আমার নলিনীর অবস্থা দেখ!"

শচীন বলিল "তা তো দেখতে পাচ্ছি—এখন বলুন আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা কোথায়।"

গৃহিণী সক্রোধে বলিলেন "আজ তোমার পরিবারের জন্য আমার নলিনী পাগল! ঐ বুড়ো মিন্সে—কাণ্ডজ্ঞান হীন,—একটা দুশ্চরিত্রা মাগীকে বাড়ীতে এনে পুষেছিল,—তারপর আমার বংশের দুলালকে পাগল ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

শচীন কথাগুলি শুনিতে শুনিতে নলিনীর নিকট একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিল,—মনে করিতেছিল, সত্যই কি অনুপমা কুলটা! মনে তো হয় না! যদি চরিত্রহীনা হইয়া চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে পুত্র কন্যাদের সঙ্গে লইবে কেন? এ রহস্যের মীমাংসা কোথায়!

নলিনী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল "অ-নু-প-মা

My lady artist, কই, উপেন, খুন কর্ব্ব, অনুপমাকে এনে দে, **Film** নষ্ট হল। অনুপমাকে চাই!"

শচীন শার্দ্দূলের ন্যায় নলিনীর গলদেশ ধরিয়া কহিল "বল্ কোথায় অনুপমা। শয়তান—পিশাচ!"

নিতাই শচীনের হাত নলিনীর গ্রীবাদেশ হইতে সজোরে অপসৃত করিয়া দিল। বড়বাবু তখন রোষ কষায়িত লোচনে বলিতে লাগিলেন "শয়তান তুমি, তোমার এত উপকার করিলাম,—অবশেষে আমার অসুস্থ সন্তানকে মারিতে উদ্যত হ'য়েছ? নরাধম,—বেইমান!"

শচীন বড়বাবুকে করজোড়ে বলিল "আপনাকে কিছুই বলি নাই। আমি এখনও স্বীকার ক'চ্ছি আপনি আমার অন্নদাতা। অনেক উপকার ক'রেছেন—তা'ও অবনত মস্তকে স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু আপনার পশু পুত্রটাকে——" বলিতে বলিতে শচীন লম্ফ প্রদান করিয়া নলিনীর শয্যার উপর গিয়া আবার তাহার গলা টিপিয়া ধরিবার উপক্রম করিল।

নিতাই ও বড়বাবু তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল। শচীনের শক্তিও তখন অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল! কাহার ক্ষমতা তাহাকে পদমাত্র বিচলিত করে।

সেই মুহূর্ত্তে নলিনী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"অনুপমা পালিয়েছে—অনুপমা চাই।"

শচীন হস্ত প্রসারিত করিয়া নলিনীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বলিল "অগ্রে তোমার মুণ্ড ছিন্ন দেখিতে চাই।"

সকলে শচীনকে ধাক্কা দিতে দিতে গৃহ-বহিস্কৃত করিল। নিতাই শচীনকে ঠেলিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিল।

১৫

বিতাড়িত শচীন নলিনীদের বাড়ীর দিকে ক্ষণেক আরক্তিম নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া ট্রামে উঠিয়া টালিগঞ্জে গোপাল মিত্রের নিকট গেল। গোপালবাবু হঠাৎ শচীনকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—তাহাকে অন্দরে লইয়া গিয়া ব্যগ্রতা সহকারে সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গোপালবাবুর স্ত্রীও তথায় উপস্থিত হইয়া শচীনের নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিবার পর বিশেষ চিন্তিত ও চমৎকৃত হইলেন।

গোপালবাবু বলিলেন "নলিনীকে এখানকার অনেকেই জানে। তা'কে চিনি বটে কিন্তু তার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। সে একটা বায়োস্কোপ কোম্পানী খুলে এখানকার অনেক ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'চ্ছে—ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তারি হুজুগে মেতেছে। তা'দের ক্লাবও চিনি।"

গোপালবাবুর স্ত্রী তখন সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন

"তবে একবার শচীনকে নিয়ে সেখানে যাও না কেন—যদি কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।"

শচীন বলিল—"পাগল হ'য়েছেন দিদি, আমি সেখানে গিয়ে কেমন ক'রে ব'ল্‌তে পারি যে আমার স্ত্রী বেরিয়ে গিয়েছে, তা'র সন্ধান নিতে এসেছি।"

গোপালবাবু বলিলেন "না, তা' নয়—অন্যভাবে এ কথার অবতারণা কর্ত্তে হবে।

গোপালবাবুর স্ত্রী—"তা' দেখনা একবার চেষ্টা ক'রে যদি কোনরকম খোঁজ খবর পাওয়া যায়। চুপ ক'রে ব'সে থাকা তো যায় না।"

গোপালবাবু শচীনকে আহারাদি করিতে বলিলেন। শচীন প্রথমে তাহাতে সম্মত হইল না—পরে গোপালবাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রভার বিষম পীড়াপীড়িতে সে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া, গোপালবাবুর সমভিব্যাহারে ক্ষুব্ধ-সঙ্কুচিত চিত্তে ক্লাবের দিকে চলিল।

গোপালবাবু ক্লাবের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া একজন পরিচিত লোককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "নলিনীবাবুর খবর জানেন?"

লোকটি—"সে তো পাগল হ'য়ে গেছে।"

গোপাল—"কেন জানেন?"

লোকটি একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সে কথা আপনাকে আর কি ব'লব। আমি এমন বিশেষ কিছু জানি না।"

গোপাল—"তবু যা কিছু জানেন, ব'ল্‌লে আমাদের একটু উপকার করা হয়।"

লোকটি—"যদি কাহাকেও প্রকাশ না করেন, তা হ'লে যতদূর জানি বল্‌তে পারি।"

গোপাল—"আমার কাছে কথা খুব গোপনেই থাক্‌বে,—যা জানেন বলুন।"

লোকটি বলিতে লাগিল, "নলিনী বিবাহ করে নাই বোধ হয় জানেন।"

গোপাল—"তা জানি।"

লোকটি—"তা'র মনে কুপ্রবৃত্তিও ছিল। সে তা'র ভাড়াটিয়ার সমস্ত পরিবার কৌশলে চুরী ক'রে একটা বাড়ীতে এনে রাখে। তার ইচ্ছা ছিল সেই ভাড়াটিয়াদের দ্বারা একটা বায়োস্কোপ কোম্পানী খুল্‌বে; কিন্তু বাপের ভয়ে সে, সেই বাড়ীতে তা'দের আটক রেখেই চ'লে যায়। তারপর তা'র বাবা চা-বাগানে চলে গেলে সে সেই বাড়ীতে পুনরায় তা'দের সন্ধানে যায়, কিন্তু গিয়ে দেখে যে তা'রা পালিয়েছে। তাদের

না দেখ্‌তে পেয়ে নলিনী হঠাৎ কি রকম পাগল হ'য়ে গেছে। সেই ভাড়াটিয়াদের গায়ে একটু আঁচর পর্য্যন্ত লাগেনি—এই তো জানি।"

শচীন সমস্ত কথাগুলি আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল, এবং লোকটিকে বলিল, "আচ্ছা, উপেন ব'লে কেহ আছে কি?"

লোকটি—"হাঁ ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি সে মারা গেছে।"

শচীন—"কিসে মারা গেল?"

লোকটি—"নিউমোনিয়া রোগে।"

গোপালবাবু বলিলেন, "কোন্ বাড়ীতে তা'দের এনে রেখেছিল জানেন?"

লোকটি—"ঐ যে দূরে ভাঙ্গা বাড়ীটা কুলুপ বন্ধ রয়েছে—ঐ দেখা যাচ্ছে,—ঐ বাড়ীটায়। সেই ভাড়াটিয়ারা নিজের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে চ'লে গেছেন শুনেছি, কিন্তু কেমন ক'রে চ'লে গেছেন, সেটা ঠিক বল্‌তে পাল্লাম না।"

গোপাল—"আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে; অনেক কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এখন আসি,—নমস্কার।"

লোকটি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, "দেখ্‌বেন,

প্রকাশ ক'র্‌বেন না যেন। আমার যতটুকু জানা ছিল তাই বল্‌লাম।"

গোপাল হাত নাড়িয়া "না-না" বলিয়া শচীনের সহিত প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে উভয়ের নানা প্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল। লোকটির কথায় দু'জনের কেহই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। অনুপমারা নলিনীর দ্বারাই যে কোনও অসৎসঙ্গে মিলিত হইয়াছে ইহাই শচীনের দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

ক্রমশঃ উভয়ে সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাড়ীটি উত্তমরূপে দেখিতে লাগিল। শচীন প্রাণের আবেগে উদাস-কণ্ঠে দুইবার চীৎকার করিয়া ডাকিল, "সুধাংশু - সুধাংশু।"

কোন উত্তর না পাইয়া শচীন গোপালবাবুকে বলিল, "গোপাল-দা, আপনি বাড়ী যান,—আমি অন্যস্থানে আবার অনুসন্ধান করি।"

গোপালবাবু জড়িত ভাষায় বলিলেন, "আচ্ছা, আমিও খোঁজ কর্‌ছি।"

শচীন—"আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল। গোপাল বাবুও অন্য পথে গেলেন।

১৬

এদিকে হিমাংশু শচীনের অন্বেষণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শচীনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের চিঠিপত্র দিয়াও কোন সন্ধান পাইল না। হিমাংশু নানাপ্রকার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিল, তথাপি শচীনের কোন খবর অদ্যাবধি পাওয়া গেল না।

হিমাংশু অনুপমাকে বলিল "কাকীমা, কি উপায় করি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

অনুপমা মলিনমুখে উত্তর দিল "হিমু, তুমি ত অনেক ক'চ্ছ—পেটের ছেলে এত পারে না। তোমার উপর যে কত ভার প'ড়েছে তা সমস্তই বুঝতে পাচ্ছি। আমরা একটি সংসার তোমার মাথার উপর এসে প'ড়েছি। কত খরচ বেড়ে গেছে বাবা! চেষ্টা কর—যতদিনে সন্ধান হয় হবে—বেঁচে থাকেন তো দেখা হবে।" অনুপমার চোখে জল টল্ টল্ করিতে লাগিল।

হিমাংশু বলিল "আমার মনে, কাকীমা, একবারও তা' স্থান পায় না। আমার বিশ্বাস তিনি বেঁচে আছেন। আর তোমরা যে আমার কাছে এসেছ, এতো আমার সৌভাগ্যের কথা। তোমার সেবা করা আমার পরম কর্ত্তব্য। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার তো কোন অভাব নাই কাকিমা!"

অনুপমা—"দেখ বাবা, তুমি নিজে ভাল, তোমার মন ভাল বৌমাও আমাদের লক্ষ্মী প্রতিমা,—ভগবান্ তোমাকে কৃপা-চক্ষে দেখ্‌বেন বৈকি!"

হিমাংশু—"পাড়ার লোক জান্‌ত আমার আর কেউ নাই। এখন তা'রা দেখুক, আমার সব আছে। তুমি কাকীমা মন খারাপ ক'রে থেক না। যখন তখন তোমাকে উদাসভাবে থাক্‌তে দেখি। তা'তে যে আমার প্রাণে কত কষ্ট হয় কি ব'ল্‌ব! তুমি সংসারের একটু ভার নাও।"

অনুপমা—"সন্তানের উপযুক্ত কথা বাবা! দীর্ঘজীবি হও, আরও শ্রীবৃদ্ধি হ'ক্। সংসারের ভার লওয়ার কথা ব'লছ হিমু, তুমি জাননা—বৌমা সমস্ত সংসারের ভার আমার উপর চাপিয়ে রেখেছেন। আমার অনুমতি না নিয়ে বৌমা কোন কাজ করেন না।"

হিমাংশু—"তোমাদের পেয়ে আজ আমার কত আনন্দ কাকীমা তা' বোধ হয় তুমি ঠিক জান্‌তে পাচ্ছনা। সুধাংশু অমলাকে ছেড়ে আজ কিনা একজন পরের ছেলেকে প্রতিপালন কচ্ছি, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু আছে কি ?"

অনুপমা—"আচ্ছা হিমু, তুমি যা'কে প্রতিপালন ক'চ্ছ বল্‌লে—ঐ সুনীতি ব'লে ছেলেটি তোমার কে ? তোমার ছেলে সিতাংশুর সঙ্গে তো খুব ভাব দেখতে পাই।"

হিমাংশু—"সুনীতি আমার শ্বশুরের সম্পর্কে এক বো'নের ছেলে ; ছেলেটি পিতৃমাতৃহীন—খুব ভাল ছেলে, যেন কুড়িয়ে এনে মানুষ করা হ'চ্ছে। আমার ঐ একটা ছেলে সিতাংশু—সে তো এখন প্রায় মানুষ হ'য়ে এল। আর দু'বছর পরে ডাক্তার হ'য়ে বেরুবে। তখন তো আমার কেউ ছিল না,—তাই সুনীতিকে মানুষ করা। এ ছেলেটিও শীঘ্রই ইঞ্জিনিয়ার হ'বে।"

হিমাংশুর পুত্র সিতাংশু বড় ধীর প্রকৃতির যুবক। সে এবং সুনীতি উভয়েই সুধাংশুকে যথেষ্ট ভালবাসে। সিতাংশু, সুধাংশুকে লেখা পড়া শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। সিতাংশু ভাই পাইয়া যেন একটা

অতুল প্রীতি লাভ করিয়াছিল। সুধাংশুও দাদার অসীম স্নেহে মুগ্ধ হইয়াছিল।

সুধাংশু এখন প্রত্যহ স্কুলে যায়। সিতাংশু মধ্যে মধ্যে তাহার স্কুলে যাইয়া সে কি রকম পড়াশুনা করিতেছে খবর লইয়া আসে।

* * * *

হিমাংশুর মোটর আছে—চাকর পাচক আছে—নিজের বাড়ীতে উৎকৃষ্ট আসবাব পত্র আছে—আর আছে গরীবদের দান। অনেক দরিদ্র সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়—অনেক দরিদ্র বিধবাকে মাসিক অর্থ সাহায্য করে,—দরিদ্র ব্রাহ্মণদের শীতে গ্রীষ্মে উপযুক্ত বস্ত্র দান করে। হিমাংশুর অন্তরে মলিনতার লেশ মাত্র নাই—আছে কেবল পরোপকারের উচ্চ আদর্শ। হিমাংশু ব্যবসায়ী লোক,—কিন্তু প্রতারক নহে। এমন ভ্রাতুষ্পুত্রকে শচীন একবার ভাবে নাই কেন? তাহার অন্তর শচীন চিনিত না। ভাবিত হিমাংশু বড়লোক, অর্থ-গরিমায় পাছে তাহাকে তাচ্ছিল্য করে।

১৭

শচীন অনেক চেষ্টা করিল—অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিল কিন্তু তাহার পরিবারবর্গের অনুসন্ধান পাইল না! এখন সে একপ্রকার নিরস্ত। একদিন পথে যাইতে যাইতে এক পরিচিতের সহিত দেখা হইল, লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল "কিহে চিন্‌তে পার?"

লোকটি একটু চিন্তা করিয়া বলিল "না।"

শচীন—"মনে পড়ে কি, তোমার শচীন ব'লে এক বন্ধু ছিল!"

লোক—"ও-হো-হো-হো" বলিয়া মুখব্যাদন পূর্ব্বক শচীনের হাত ধরিয়া বলিল "এখন আছিস্ কোথায়?"

শচীন—"পথে,—ঘাটে। তা' যাও, তোমার কাজের সময় বিরক্ত কর্ব্ব না।"

লোকটি দুইপদ অগ্রসর হইয়া বলিল "আমাদের বাড়ী যাস্।" লোকটি চ'লিয়া গেলে, শচীন সেই রাস্তার ফুটপাথের এক-প্রান্তে বসিয়া চিন্তামগ্ন হইল।

সত্যই শচীনকে এখন সহজে চিনিতে পারা যায় না। মুখমণ্ডলে দীর্ঘ গোঁফ দাড়ি—যেন কখনও কামাইবার সখ ছিল না। মাথার কেশভার বিবর্ণ ও রুক্ষ। পরিহিত বস্ত্র ধূলিমলিনতাছন্ন—গায়ের টুইল সার্টটিও তদ্রূপ; পায়ে গোড়ালি ভাঙ্গা একজোড়া ছেঁড়া সাদা জুতা, তাহাও ধূলিকর্দ্দমাক্ত।

শচীন ভাবিতেছিল :—

"আর কেন, সবই তো ফুরাইয়াছে,—তবে কেন আর তা'দের জন্য ভাবি। এই আমি অন্নের জন্য কত কষ্ট, কত দুঃখ সহ্য ক'চ্ছি—আজ সারাদিন আনাহারে কেটে যাচ্ছে,—তবুও তো পরের দ্বারস্থ হ'চ্ছি না। মেহনত্ ক'রে খাবো—ভিক্ষা ক'রে খাবো—কিন্তু পরপ্রত্যাশী হ'তে তো পার্‌ব না! আর তা'রা পেটের জন্য কি একটা কুৎসিত কাজ ক'রে ফেল্‌লে! দুঃখ কষ্ট সহিবার শক্তি ছিল না—পেটের জ্বালা সহ্য করবার শক্তি ছিল না—অন্নের জন্য, অম্লান বদনে মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে নিলে। কি হবে,—যা ভাল ভেবেছে তাই ক'রেছে। কা'রও দোষ নেই,—যে যার কর্ম্মফল ভোগ কর্ত্তে এসেছে—তাই ভুগ্‌ছে। কিন্তু সুধাংশু কোথায় গেল! তা'রও পেটের জ্বালা! চিরদিন দুঃখে কাটিয়েছে, আর বুঝি দুঃখ

সহ্য কর্ত্তে পাল্লে না—তাই আমাকে ছেড়ে তা'র মা বোনের সঙ্গে চ'লে গেছে! এই দেখ জগৎ—সেই প্রবাদবাক্য আমাকে দিয়া পরীক্ষা ক'রে দেখ,—স্ত্রী চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল! আর তা'দের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই,—কোন সম্পর্ক নাই; যেখানে তা'রা সুখে আছে,—থাক্ সেইখানে,—আমি রাস্তার কুকুর--রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।"

হঠাৎ পথের মাঝে কতকগুলি বালক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "ও পাগল, নাচ্ না দেখি! ওরে পাগল নাচ না একবার।" পাগলটি মাঝে মাঝে তা'দের কথা শুনিয়া নানা ভঙ্গি করিয়া নাচ দেখাইতে-ছিল, এবং লক্ষ্যহীন পথে ছুটিতেছিল—বালকেরাও তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতেছিল! পাগল একবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "জানকীমা,—ওই জানকীমা, তোরা দেখ্‌নারে।"

নলিনী অনুপমার নামটি ভুলিয়া গিয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে এখন "জানকীমা" বলিয়া চীৎকার করে।

চমক ভাঙ্গিয়া শচীন দেখিল, নলিনী খালিগায়ে একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া ছুটিতেছে। নলিনীকে দেখিয়া শচীনের আবার পূর্ব্বভাব জাগিয়া উঠিল।

স্থির থাকিতে না পারিয়া একখানি ইঁট তুলিয়া নলিনীকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল,—কিন্তু নলিনীর গায়ে ইঁটখানি না লাগিয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল। নলিনী তখন আবার চীৎকার করিল "জানকীমা" !

পথের লোক শচীনের এই ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিল। শচীন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "আমি ওকে খুন করিতাম, ওর আয়ুর জোর যে আমার সাম্‌নে থেকে পালিয়ে গেল।"

লোকেরা বলিল "ওহে, তুমিও কি ওর মত পাগল নাকি ?" সকলে আবার তখন শচীনকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করায়, শচীন ধীরপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

১৮

নলিনীর উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবু চাকুরীতে জবাব দিলেন। বড়বাবু এবং তাঁহার গৃহিনী উভয়েই পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ম্রিয়মান থাকিতেন। নলিনীর উন্মাদ রোগ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যে যেরূপ উপদেশ দিয়াছে তাঁহারা তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু রোগ নিবৃত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নলিনী পল্লীমধ্যে ভীষণ উপদ্রব করিত; স্থানীয় লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া নলিনীকে পাগলা গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

অপত্যবৎসল বড়বাবু অনন্যোপায় হইয়া পুত্রের শুভ কামনায় দেবশক্তি প্রয়াসী হইলেন। তিনি পুরোহিতকে আহ্বান পূর্ব্বক নলিনীর রোগ নিরাময় কল্পে স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলে পুরোহিত মহাশয় ধীর—নম্রস্বরে বলিতে লাগিলেন "বড়বাবু আপনি মস্ত একটা ভুল ক'রে ফেলেছেন। আমি জানি আপনি অতি দয়ার্দ্র ও সরল

চিত্তের লোক,—সেই সরলতাই আপনার সর্ব্বনাশের কারণ হ'ল।"

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কি অপরাধ বলুন।"

পুরোহিত—"আপনি দয়া পরবশ হ'য়ে প্রাচীন উপদেশ বাক্যটি উপেক্ষা ক'রেছেন। অজ্ঞাত কুলশীল যে, তা'কে গৃহে আশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই।"

বড়বাবু—"আপনি সহস্রবার একথা ব'লতে পারেন কিন্তু ঠাকুর, আমার মনে পাপ ছিল না—সরলবিশ্বাসে আমি তা'দের বাড়ীতে এনেছিলাম,—এখন তা'রা আমার অন্বেষণও করে না,—নাই করুক, কলির মাহাত্ম্য তা'রা খুব দেখিয়ে গেছে; কিন্তু আমার পরিণাম কি শেষে এই দাঁড়াল! একটা ছেলে নিয়ে সংসার পাতিয়ে আছি—কত সাধ—কত আশা বুকের ভিতর জমাট বেধে আছে, কিন্তু কিছুই তো মিট্‌লো না;—অকস্মাৎ ভাগ্যচক্রের নিদারুণ আঘাতে সব চূর্ণ হ'য়ে গেল। আমি অকুলে ভাসছি। বংশপরম্পরায় আপনারা আমাদের পুরোহিত—আমার এ ঘোর বিপদে সহায়তা করুন। নলিনীর কল্যাণের জন্য আপনি কায়মনোবাক্যে ভগবানকে জানান্।"

পুরোহিত তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন বটে,—কিন্তু নলিনীর রোগের উপশম হইল না।

বড়বাবু একদিন গৃহিনীকে বলিতেছিলেন "দেখ, নলিনীর উন্মাদের কারণ তুমি ও আমি। যদি আমরা উপযুক্ত সময়ে নলিনীর বিবাহ দিতাম তা' হ'লে বোধ হয় এত মনস্তাপ পেতে হ'ত না। সেই সাধ্বী রমণী অনুপমার কোন দোষ নাই—একথা আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লতে পারি। নলিনী শুধু তা'র নিজের দুষ্প্রবৃত্তির বিষময় ফল ভোগ ক'চ্ছে—আর আমরাও তার জন্য মর্ম্মান্তিক অশান্তি ভোগ ক'চ্ছি।"

গৃহিনী—"বুঝতে পেরেছি সমস্তই—কিন্তু আগে বিয়ে কর্ত্তে রাজী হয় নি ব'লেই তো এই সর্ব্বনাশ হ'ল। আহা হা নলিনীরে—বাবা আমার—তোকে এই অবস্থায় দেখ্‌তে হ'চ্ছে" বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

বড়বাবুও হৃদয় বিদারক স্বরে "এর চেয়ে নলিনীর মৃত্যু ভাল ছিল" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তখন নলিনী রাস্তায় একটি নূতন বিভ্রাট বাধাইয়াছিল,—প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে ইট পাথর ছুড়িতেছিল। বড়বাবু কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন।

পাগলের দৈনিক উৎপাত লোকের সহ্যের সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছিল। লোকেরা তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা বলিতে লাগিল। বড়বাবু তাহাদের মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—কিন্তু বৃথা হইল। পরে মিনতিপূর্ব্বক সকলকে করজোড়ে বলিলেন "আজকের মত আপনারা ক্ষমা করুন আমি এখনই ওকে ঘরে কুলুপ বন্ধ ক'রে রাখবার বন্দোবস্ত ক'চ্ছি, আর ওর সঙ্গে দু'জন লোক রাখবারও ঠিক কচ্ছি।"

সেই সময়ে কতকগুলি আগন্তুক সেখানে উপস্থিত হইয়া জনৈক প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিল "পাগল কে ?" প্রতিবেশী তাহাদিগকে "এই পাগল সামনে দাঁড়িয়ে পাথর ছুড়্ছে" বলিয়া নলিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল পূর্ব্বক নলিনীকে ধরিয়া ফেলিল। নলিনী তখন চীৎকার করিয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল এবং আগন্তুকেরা তাহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ফেলিল।

বড়বাবু তাহাদের নিকট দ্রুত আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "কে,—কে তোমরা, আমার ছেলেকে দড়ি দিয়ে বাঁধ্ছো। তোমাদের কোনও ক্ষমতা নাই আমার ছেলের অঙ্গ স্পর্শ করবার ?"

চীৎকার শুনিয়া গৃহিনী আজ অন্দর ছাড়িয়া ক্ষীপ্তার

ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তায় আসিয়া লোকদিগকে বলিলেন "ছাড়্ আমার ন'লেকে ছাড়,—কে তোরা ?"

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল "তোমার পাগল ছেলে পাগলা গারদে চ'ললো মা, এর জন্যে রাস্তার অনেক লোক খুন জখম হ'চ্ছে।"

নলিনীকে বলপূর্ব্বক তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল। রোরুদ্যমান বড়বাবু ও গৃহিনী একখানি ট্যাক্সিতে তাহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন।

শচীন তখন রাস্তায় বসিয়া অতীতের সহিত তাহার বর্ত্তমান অবস্থার পার্থক্য চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় দেখিতে পাইল কতকগুলি লোক নলিনীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। শচীন দাঁড়াইয়া উঠিল—দেখিল নলিনীর বাহুদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ—পা দুটিও রজ্জু বদ্ধ বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ শ্লথ, পাছে চলিবার গতিরোধ হয়। এত বন্ধন সত্ত্বেও নলিনী পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে দংশনের চেষ্টা করিতেছিল—তখন তাহার সঙ্গীরা নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে প্রহার করিতেছিল। সকলে বলিতে লাগিল "পাগলকে পাগলা গারদে লইয়া যাইতেছে।"

শচীন এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিল। রাস্তার লোকেরা বলিল "দেখ,

দেখ এই আবার একটা পাগল, দেখ আপনার মনে হাস্‌ছে আর নাচ্‌ছে।”

নলিনী, শচীনের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলে শচীন আবার পথ চলিতে লাগিল।

*　　　*　　　*　　　*

বড় বাবুর ও গৃহিনীর কাতর ক্রন্দন কেহই শুনিল না। নলিনী পাগলা গারদে প্রেরিত হইল।

বড় বাবু এবং তাঁহার গৃহিনীর অবস্থা পুত্রের অদ-র্শনের জন্য দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহারা কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিলেন ও উপার্জ্জিত অর্থাদি লইয়া যে দেশে নলিনী পাগলা গারদে আবদ্ধ ছিল তথায় বসবাস করিয়া নিত্য পুত্র মুখ দর্শন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন।

১৯

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না—জগতের যাবতীয় জিনিষ তুচ্ছ করিয়া হু হু করিয়া নিজের কার্য্য সাধন করিতেছে। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর অতীতে লীন হইতে লাগিল—কিন্তু কেহ কাহারও সংবাদ পাইল না,—এমন কি, গোপাল বাবুও শচীনের আর কোন সংবাদ পাইলেন না।

একদিন হিমাংশু দৈনিক কাজকর্ম্ম সত্বর সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিবার মানসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল—তখন তাহার স্ত্রী স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

হিংমাংশু বলিল "একি! হঠাৎ এখানে এখন আবির্ভাব কেন?"

হিমাংশুর স্ত্রী শ্রী বলিল "জান নাকি—ছায়া কায়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে থাকে।"

হিংমাশু বলিল "বল শ্রী তোমার খবর কি?"

শ্রী—"দেখ, আজ বড় একটা অন্যায় রকম কাজ দেখলাম।"

হিমাংশু—(একটু বিস্ময় সহকারে) "কি অন্যায় কাজ !"

শ্রী—"কাকীমা সাড়ী কাপড় ছেড়ে সুধাংশুর একখানি ছোট ধুতি প'রে বেড়াচ্ছেন। আমি তাঁকে কিছু বলি নি। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁকে আমার বলা উচিত কিনা সেটা জানবার জন্যেই তোমার কাছে এলাম। আমার দেখে বড় কষ্ট হ'ল,—কাকাবাবুর অকল্যাণ করা হয় না কি ?"

হিমাংশু—"দেখ, তোমার কথা সত্য, কিন্তু কাকীমার অন্তর আমি বুঝতে পারি। তিনি অনেক দুঃখে ভাল কাপড় চোপর পরা ত্যাগ ক'র্ছেন। আচ্ছা আমি তাঁকে ব'লব—কিন্তু আমার কথা কতদূর থাক্‌বে, বুঝতে পাচ্ছিনা।

শ্রী—"ঐ কাকীমা আস্‌ছেন। যাঃ,—আমি এখন কি ক'রে যাই।"

হিমাংশু—"একটু দাঁড়িয়ে যাও। আগে কাকীমা আসুন তারপর যেও।

শ্রী ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে "তাও নাকি আবার হয়।"

অনুপমা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "হিমু, ভাল আছ তো বাবা।"

হিংমাশু (সসম্ভ্রমে)—"হ্যাঁ কাকীমা ভাল আছি।"

অনুপমা—"আজ সকাল-সকাল বাড়ী এসেছ—তাই ব'লছি।"

হিমাংশু—"না, ভালই আছি কাকীমা ; কিন্তু কাকীমা তোমার একাজ ভাল নয়। তুমি সরুপাড় কাপড় ছেড়ে দাও—ভাল কাপড় পর। কাকাবাবুর কল্যাণ কর।"

অনুপমা—"ঐ ভালমানুষের মেয়ে একথা তোকে ব'লে দিয়েছে বুঝি, বেটীর সব দিকে লক্ষ্য।" তাহার পর শ্রীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অনুপমা বলিল "মা, আমার মনে কি কষ্ট তুমি জান কি? যদি তোমার কাকা বেঁচে না থাকেন আমার বেশ ভূষায় দরকার কি মা! আর যদি সে বেঁচেই থাকে—কোথায় কি ভাবে কাটাচ্ছে, আর আমি ভাল খেয়ে পরে বেড়াব এটাই কি উচিত মা? বল্ দেখি হিমু, আমার কি এখন সেটা শোভা পায়।"

হিমাংশু—"এখনও আমি কাকাবাবুর চেষ্টা ছাড়িনি কাকীমা ;—দেখি, ভগবানের কাছে আমার এই আন্তরিক চেষ্টার পুরস্কার আছে কি না !"

অনুপমা—"আর কিছু নূতন খবর পেলে নাকি বাবা ?"

হিমাংশু—"সুধাংশুর ম্যাট্রিকুলেশন পাশের খবর পেয়েছি—এখন তা'কে কলেজে ভর্ত্তি ক'রতে হবে। সিতাংশু, সুনীতি দু'জনেরই পাশের সংবাদ পেলাম—কিন্তু একটা বড় অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি—সিতাংশুকে ডাক্তারী শিখিয়ে।"

হিমাংশুর কথা শুনিয়া শ্রী মৃদুহাস্যে গৃহান্তরে গমন করিল। সকলের পাশের সংবাদ শুনিয়া তাহার হৃদয় আনন্দ-হিল্লোলে নাচিতে লাগিল।

অনুপমা—"সিতাংশুকে ডাক্তারী শিখিয়ে ভালই ক'রেছ বাবা। অন্যায়টা কি হ'য়েছে ?"

হিমাংশু—"ব্যবসাদারের ছেলে,—ব্যবসা শেখাই ভাল ছিল।"

অনুপমা—"তুমি দীর্ঘজীবি হ'য়ে বিষয় কর্ম্ম দেখ—ছেলেরা এখন নিজের উপার্জ্জন করুক।"

হিমাংশু—"তোমার কথাই শিরোধার্য্য কল্লাম

কাকীমা। একটা কথা কাকীমা ; কাকাবাবুর ফটোগ্রাফ আছে কি ?

অনুপমা "অমলার কাছে একখানি ফটো আছে বোধ হয়।"

হিমাংশু অমলাকে ডাকিল।

অমলা "কি দাদা বলিয়া" আসিল।

হিমাংশু বলিল "অমল, তোর কাছে কাকাবাবুর ফটো আছে নাকি ?"

অমলা—"হাঁ, আছে—এনে দিচ্ছি দাদা।"

অমলা ফটো আনিতে গেল, হিমাংশু ইত্যবসরে সুনীতিকে ডাকিল। হিমাংশু অনুপমাকে বলিল "কাকীমা আমার গোটাকতক প্রস্তাব আছে,—তোমার সামনেই ব'লব। দেখ যদি তোমার মত হয়।"

অমলা ফটো লইয়া আসিল, অল্পক্ষণ পরেই সুনীতিও উপস্থিত হইল। হিমাংশু কিয়ৎক্ষণ শচীনের ফটো উত্তমরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শিরোদেশে ধারণ করিয়া বলিল "এই ফটো ছাপাইয়া হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিব মনে করিতেছি—তোমার কি মত সুনীতি ?

সুনীতি—"উত্তম কথা।"

হিমাংশু—"তুমি একাজের ভার নিতে পারবে ?"

সুনীতি—"আজ্ঞে হাঁ, কালই এর ব্যবস্থা ক'রব।"

হিমাংশু আরও একটু গম্ভীর ভাবে সুনীতিকে বলিল "দেখ সুনীতি, তোমাকে অনেক যত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছি—এখন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার্ব্বে। তোমার অনেক গুণ। আজ পর্য্যন্ত কখনও আমার কথা অবহেলা করনি। এখন আমার একটি কথা তোমার রাখ্‌তে হবে!"

সুনীতি—"আদেশ করুন,—আনন্দের সহিত প্রতি-পালন কর্ব্ব।"

হিমাংশু বলিল "অমলার সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

সুনীতি অমলার দিকে এবং অনুপমা ও অমলা মুহূর্ত্তের জন্য সুনীতির দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিল।

সুনীতি নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ।

হিমাংশু—"বল তোমার কি মত?"

সুনীতি মস্তক হেলন দ্বারা সম্মতি জানাইল।

তখন অনুপমাকে হিমাংশু জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি মত কাকীমা?"

অনুপমা আনন্দাশ্রুতে হৃদয় বিগলিত করিয়া বলিল "সৎপাত্রে অমলাকে দান করিলে। হিমু, তুমি ধন্য—আশীর্ব্বাদ করি জগতে সকল বিষয়ে সুখী হও।"

*　　*　　*　　*

সুনীতি বিষম বিভ্রাটে পড়িল। গুরুজনের বাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া হিমাংশুর এক কথায় অমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে—ইহাই যেন তাহার একটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইল। সে আর পূর্ব্বের মত বাড়ীতে থাকে না। বন্ধুদের বাড়ীতেই প্রায় সমস্তদিন অতিবাহিত করে। দু'বেলা বাড়ীতে আহারাদি করে বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই যেন তাহার সঙ্কুচিত ভাব। বাড়ীতে অনুপমা এবং অমলাকে দেখিলেই সে দূরে সরিয়া যায়।

অমলার রূপরাশি তখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। যৌবনের স্ফুরিতসৌন্দর্য্য তাহার প্রতি অবয়বে শোভা পাইতেছিল। বর্ণেরও তুলনা নাই। অমলা যেন একটি পূর্ণ বিকশিত পদ্মপ্রসুন। অমলার অন্তর নির্ম্মল —তাহার হৃদয়-মুকুরে কোনও প্রতিবিম্ব পড়ে নাই,—কিন্তু সহসা সে দিন হিমাংশুর কথাপ্রসঙ্গে সুনীতির সহিত তাহার বিবাহ প্রস্তাব শুনিয়া সেও যেন সঙ্কুচিতা। সুনীতিই তাহার ভাবী স্বামী ইহাই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায়, সে অতি সন্তর্পণে গার্হস্থ কর্ম্ম

করে—পাছে সুনীতির সহিত চাক্ষুষ হয়। সুনীতিও ব্রীড়াবনতবদনে বাড়ীতে যাতায়াত করে।

সুনীতি একদিন একটি নিভৃত স্থানে চিন্তা করিতেছিল ; -- এই দেবী প্রতিমা আমার অঙ্ক শোভিনী হইবে—স্বপ্নেও তো ভাবি নাই। এই রূপলাবণ্যে কত ধনী তা'র প্রেমপ্রয়াসী হইত,—কিন্তু দরিদ্র আমি, তাহার বরমাল্য গ্রহণ করিব। সরলা-সাধ্বী-সহধর্ম্মিণী পুরুষের আকিঞ্চন ; ধন্য বিধাতা, তুমি অযাচিত ভাবে আমাকে সেই পত্নী দান করিতেছ। অমলা, তোমাকে পাইয়া আমি আন্তরিক সুখী হইব। তোমার সুখ শান্তির জন্য আমি প্রাণপণ করিব ;—কিন্তু অমলা,—জানি না তোমার অন্তর্মধ্যে এখন কি ভাবের প্রবাহ ছুটিতেছে।

এমন সময় সুধাংশু আসিয়া একখানি গেজেট সুনীতির হাতে দিয়া বলিল "এই দেখুন আমাদের পাশের খবর।" সুনীতি কাগজখানি দেখিয়া বলিল "তোমার পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে। এইবার কলেজের জন্য প্রস্তুত হও।"

সুনীতি ও অমলার মানসিক অবস্থা হিমাংশু বিলক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল। উভয়ের লজ্জাবিজড়িত ভাব দূরীভূত করিবার মানসে হিমাংশু সত্বরই একটি শুভদিন ধার্য্য করিয়া অমলা ও সুনীতির বিবাহে উদ্যোগী হইল।

২০

শচীন এখনও পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রে রাস্তার এক পার্শ্বে অথবা কাহারও বাড়ীর রোয়াকে শুইয়া থাকে। ভিখারীর মত পথিকের নিকট ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় তাহাতেই উদর পূরণ করে। যখন তাহার ক্ষুধার জ্বালা থাকে না—তখন কাহারও নিকট কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না।

একদিন সে একটি কাপড়ের দোকানের রোয়াকে উপবেশন করিয়া দেখিল একজন লোক কতকগুলি কাগজ বিতরণ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। শচীন তাহার কাছে গিয়া বলিল "একখানা কাগজ দাও না হে দেখি!"

লোকটি "না না, এ কাগজ প'ড়ে তুমি কিছুই বুঝবে না" বলিয়া প্রস্থান করিল। পথিকদের মধ্যে একজন কাগজের কিয়দংশ পড়িয়া ফেলিয়া দিল। শচীন সেইখানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল ;—

৫০০৲ টাকা পুরস্কার।

যদি কেহ ঐ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমার নিকট আনিতে পারেন বা তাঁহার সন্ধান লইয়া আমাকে সংবাদ দিয়া, আমার হাতে সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিব। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম শ্রীশচীন্দ্র নাথ বসু। বয়স এখন অনুমান পঞ্চাশের উপর। প্রতিকৃতি উপরে প্রদত্ত হইল।

শ্রীহিমাংশু বসু
পাঁড়ে হাউলি
বেনারস।

হ্যাণ্ডবিল খানি পড়িয়া শচীন মৃদুহাস্য করিতে লাগিল এবং অনিমেষ নয়নে নিজ ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিল "কি ছিলাম আর কি হ'য়েছি! স্ত্রী পুত্র কন্যা হারা আমি,—আর কোন্ মুখ লয়ে উদ্দেশ দিব!

এই ধরণীর প্রত্যেক লোক সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর আমি দীনদরিদ্রতাকে আলিঙ্গন ক'রেছি। কেন? এর কারণ কে? কারণ সেই একজন। যা'কে দেব-দ্বিজ-অগ্নি সাক্ষ্য ক'রে পত্নীত্বে বরণ করেছিলাম,—চিরভাল-বাসার আকাঙ্ক্ষা ক'রে যা'র গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান ক'রেছিলাম,—যে আমাকে পতি ব'লে গ্রহণ ক'রেছিল—সেই আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে। আমার জন্য কিছু রেখে যাইনি—পুত্রকন্যা পর্য্যন্ত নিয়ে পালিয়েছে—আমি অসহায়—দেখবার কেউ নাই। লোকে দেখ্‌লে ব'লবে কি! ব'লবে শচীনের স্ত্রী কুলত্যাগ ক'রে গেছে। সহ্য হয় কি! বেশ ভুলেছিলাম—ভিক্ষা ক'রে খাচ্ছিলাম,—কিন্তু একি নূতন উপসর্গ!!"

দোকান হইতে একজন লোক বাহিরে আসিয়া ডাকিল "মুটে—মুটে—"

শচীন কাগজখানি ট্যাঁকে রাখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বিনয়নম্রভাবে বলিল "কই মশাই মোট্,— দিন না আমি নিয়ে যাই।"

লোক—"তুমি তো মুটে নও বাপু!"

শচীন (বিনয়ের সহিত) "আজ্ঞে, আমি মুটের কাজও ক'রে থাকি।"

লোকটি এক পা দোকানের দরজার ভিতর রাখিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল "মশাই, আপনারা এই লোকটাকে চিনেন কি? যেন কোকেন্‌খোর ব'লে মনে হয়।"

দোকানদার বলিল "কোকেনখোরই হ'ক আর যাই হ'ক—আপনার সঙ্গে যাবে যখন, তখন আর ভাবনা কি। যান্ না সঙ্গে নিয়ে।"

লোক—"কত নিবি রে বাপু!"

শচীন—"যা দেবেন।"

লোকটি বলিল "দেখ', যেন বাড়ীতে গিয়ে গোলমাল ক'র না।"

শচীন—"আজ্ঞে না মশাই।"

লোকটি—"ঐ দোকানের ভিতর মোট আছে ল'য়ে চল।"

শচীন দোকানে প্রবেশ করিল—দোকানের একজন কর্ম্মচারী শচীনের মাথায় মোটটি তুলিয়া দিলে শচীনের দেহ মোটভারে কিঞ্চিৎ নমিত হইয়া পড়িল। শচীন কর্ম্মচারীটিকে বলিল "মশাই, যদি একবার মোটটা নামিয়ে নেন্ তা'হলে এই ছেঁড়া উড়ানিখানা মাথায় আগে জড়িয়ে ফেলি।"

শচীনের কথায় কর্ম্মচারীটির হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হইল, মোটটি পুনরায় নামাইয়া রাখিয়া বলিল—"নাও, এখন খদ্দেরের সময় বেশী দেরী কর্ত্তে পারবো না।"

শচীন—"এই যে মশাই, এখনি বেঁধে ফেলছি।"

উড়ানিখানি গলদেশ হইতে টানিয়া লইয়া শচীন মাথায় জড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই বহু পুরাতন শতগ্রন্থী জীর্ণবসন আরও ছিন্ন হইয়া গেল। তখন সেই লোকটি একটু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—"তুই মুটেগিরি কখনো করিসনি বুঝি,—তোর ঝাঁকা কোথায় ?"

শচীন—"আজ্ঞে, ঝাঁকা নেই বাবু, দেখুন না ঠিক নিয়ে যাচ্ছি" বলিয়া ছিন্ন চাদরখানি গোলাকারে মাথার উপর স্থাপন করিল এবং কর্ম্মচারীকে বলিল—"দিন মশাই এইবার মোট চাপিয়ে।"

লোকটি—"ফেলে দিবিনে তো রে ?"

শচীন—"আজ্ঞে না।"

কর্ম্মচারীটি শচীনের মাথার উপর কাপড়ের বোঝা তুলিয়া দিয়া বলিল "দেখ', এইবার ঠিক হ'য়েছে তো ?"

শচীন "আজ্ঞে হাঁ, ছেড়ে দিন এইবার" বলিয়া—লোকটির সহিত মোট লইয়া প্রস্থান করিল।

লোকটি বাড়ী আসিয়া মোট নামাইয়া শচীনকে ছয়টি

পয়সা দিল। শচীন নমস্কার করিয়া বলিল "একটা কথা আছে বাবু।"

লোক—"আবার কি কথা! পয়সা নিয়ে গোলমাল করা তোমাদের স্বভাব নাকি!

শচীন—"আজ্ঞে, পয়সা চাই না,--একখানা চিঠির কাগজ দিতে পারেন?"

লোক—"কেন?"

শচীন—"আজ্ঞে, বাড়ীতে চিঠি লিখবো।"

লোকটি একখানি কাগজ আনিয়া শচীনকে দিল। শচীন আর একটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

শচীন পোষ্ট অফিস হইতে একখানি খাম এবং মনোহারী দোকান হইতে এক পয়সার একটি পেন্সিল ক্রয় করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। লেখা শেষ হইলে একবার চিঠি খানি পাঠ করিল :—

"পরম কল্যাণবরেষু—

হিমাংশু, ৫০০্ টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া আমাকে ধরিতে চাহিয়াছ! আমি এতদিন কি অবস্থায় কাটাইয়াছি তাহার খোঁজ কর নাই। যখন চাকরী গিয়াছিল—বাড়ী ভাড়ার টাকার জন্য কষ্ট পাইতেছিলাম—তখন কোন' আত্মীয় স্বজন আমাকে সাহায্য করে নাই।

তুমি আমার ঠিকানা জানিতে। আমি দরিদ্র,—কাহাকেও পত্র লিখিতে ভাল বাসিতাম না বলিয়া লিখি নাই। তোমার কি উচিত ছিল না পিতৃব্যের সংবাদ লওয়া। যাই হ'ক বিজয়া দশমীর প্রণামটা প্রতি বৎসর আমাকে দিতে, – তা'র জন্য সর্ব্বদাই তোমাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি।

এখন অনেকেই আমাকে কৌতূহলী হইয়া দেখিতে চাহিবে ; কারণ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে,—এখন আমি কি অবস্থায় আছি তাহা সকলেরই একটা দেখিবার জিনিষ। যমে লইলে পরম সুখী হইতাম – পেটের দায়ে দুষ্প্রবৃত্তিকে আলিঙ্গন করিয়াছে—এর চেয়ে মনস্তাপের বিষয় আর কিছুই নাই। আমি কোথায় থাকি—কিছু ঠিক নাই—তাই ঠিকানা দিলাম না। আমার সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই,—কারণ আমার মুখ পুড়িয়া গিয়াছে,—এখন নির্জ্জনে দেহত্যাগ করিতে পারিলে ধন্য মনে করিব। কত দিনে যে সে সুদিন আসিবে জানি না। আশা করি তোমরা ভাল আছ"

আঃ তোমার কাকা,

শচীন।

শচীন চিঠি ও হ্যাণ্ডবিল খানি খামের মধ্যে পুরিয়া হিমাংশুর শিরোনামা লিখিয়া ডাকে ছাড়িয়া দিল।

২১

নির্ব্বিঘ্নে অমলার সহিত সুনীতিকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। সকলের হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল,—সকলের মুখ হাস্যোল্লাসপূর্ণ ; কিন্তু অনুপমার হৃদয় হাসিতে পারিল না ; যেন তুষানলে তাহার অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল। এই বিবাহক্ষেত্রে যদি শচীন উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে তাহার ভাব বোধ হয় অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইত। যাহা হউক এই দুঃখবিজড়িত আনন্দের মধ্যে অনুপমা হিমাংশুকে বলিল "বাবা, তোমাকে আর কত ব'লব। এত হ'ল, একটা কাজ বাকী থাকে কেন ?"

হিমাংশু—"বলুন কাকীমা কি বাকী আছে।"

অনুপমা—"আমাদের বংশের নিয়ম, পুত্র কন্যার বিবাহের পর, বর ক'নে নিয়ে একবার কালীঘাটে গিয়ে মাকে দর্শন কর্ত্তে হয়। কিন্তু সে অনেক খরচ ব'লে তোমাকে ব'লতে সাহস করি নি।"

হিমাংশু—"সেটা আমি ভুলিনি কাকীমা—আমার

বিবাহের পর আমরা গিয়াছিলাম। বংশের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা কর্ত্তব্য,—নিশ্চয় যাব'।"

শ্রী প্রভৃতি সকলে কালীঘাটের নাম শুনিয়া আহ্লাদে বিভোর হইল। সকলেরই কলিকাতায় আসিবার আগ্রহ দেখিয়া, হিমাংশু কলিকাতার তাহার একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে তাহাদের কলিকাতায় গমন বার্ত্তা তার যোগে জানাইল। হিমাংশু সেই বন্ধুটির নিকট শচীনের ফটো সম্বলিত হ্যাণ্ডবিল বিতরণের জন্য পাঠাইয়াছিল। হিমাংশু কর্ম্মচারীদের উপর সপ্তাহকালের জন্য ব্যবসার ভার ন্যস্ত রাখিয়া কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বদিন হিমাংশু একখানি চিঠি পাইল। খামখানি হাতে করিয়াই হিমাংশু বলিয়া উঠিল, "কাকীমা, কাকাবাবুর চিঠি।"

অনুপমা পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিল "এ্যাঁ—এ্যাঁ কি বল্‌লি হিমু,—কৈ?"

হিমাংশু চিঠি খুলিয়া সমস্ত পাঠ করিল। দেখিল হ্যাণ্ডবিল খানি শচীন চিঠির ভিতরে ফিরাইয়া দিয়াছে। হিমাংশু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল "কাকীমা এই পত্রখানি পড়। সত্যই আমি অপরাধী। আমার

উচিত ছিল না কি, যে আমি পিতৃব্যের তত্ত্বানুসন্ধান করি! ব্যবসা কি আমার এতই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হ'য়েছিল যে আমি তাঁহার খবর লইতে পারি নাই! যাই হ'ক,—গুরুবল যে তিনি জীবিত আছেন।"

অনুপমার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল—ভাবিতে লাগিল "এত অবিশ্বাস,—এত অবিশ্বাস! তাঁর কি অপরাধ,—মানুষের মন এমনিই হয় বটে।" পরে হিমাংশুকে চিঠিখানি দিয়া বলিল "হিমু, কি অবিশ্বাস দেখ।"

হিমাংশু—"দুঃখের কারণ কিছুই নেই কাকীমা, মন অনেক কথা বলে। যদি বিধাতা দিন দেন তখন দেখা যাবে।"

অমলা ও শ্রী তাড়াতাড়ি অনুপমার কপালে ও সীমন্তে বড় করিয়া সিন্দুর ফোঁটা দিয়া শচীনের কল্যাণার্থে একখানি উৎকৃষ্ট লাল পাড় সাড়ী অনুপমাকে পরাইয়া দিল। অনুপমার ম্লান মুখে হর্ষের ঈষৎ ক্ষীণ জ্যোতিঃ প্রতিভাতিত হইল। অনুপমা সকলের অগোচরে হস্তস্থিত লৌহ ও শঙ্খবলয় চুম্বন করিল।

* * * *

সকলে যখন কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিতে-

ছিল, আমোদী তখন দশাশ্বমেধে বসিয়া ভগবানের নাম সাগরে মগ্ন ছিল। দিবাবসানে দশাশ্বমেধের শোভা অতুলনীয়। কোথাও কথকতা,—কোন স্থানে ভাগবত-পাঠ,—কোন জায়গায় বা উচ্চকণ্ঠে স্তোত্র পাঠ হইতে ছিল। সেখানে নাস্তিকের অন্তরেও স্বতঃই ভগবৎ সত্তা অনুভূতি হয়। সন্ধ্যা-সমাগমে আমোদী বিশ্বনিয়ন্তার উদ্দেশে মস্তকাবনত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরাভিমুখে গমন করিল।

তখন বিশ্বনাথের আরতির সময় হইয়াছে। আমোদী মন্দিরের এক পার্শ্বে যুক্তকরে দণ্ডায়মান রহিল। প্রেম-ভক্তিপূর্ণ নয়নে আরতি দেখিল। আরতি সমাপ্ত হইলে আমোদী বাড়ী ফিরিল। তাহার পরিধানে পট্টবস্ত্র—গায়ে নামাবলি এবং চুলগুলি অতি ক্ষুদ্র আকারে কর্ত্তিত।

বাড়ী আসিয়া আমোদী শুনিল সকলের কলিকাতায় যাওয়া ঠিক হইয়াছে। হিমাংশু আমোদীকে কলি-কাতায় যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া লইতে বলিল, কিন্তু আমোদী একটু হাসিয়া ছ'টি কর একত্র করিয়া বলিল "আমাকে আর কেন দাদাবাবু। বেশ শান্তিতেই আছি। এখন বুড়ো হ'য়েছি—কখন কি হয় বলা যায়

না দাদাবাবু—ক'লকাতায় গিয়ে যদি মরে যাই, তা হ'লে তো মণিকর্ণিকার সাধ মিট্‌বে না। আমি যা'ব না দাদাবাবু, আমি তোমার বাড়ীর ভার নিয়ে রইলাম। কাশী থেকে আমি এক পাও ন'ড়ব না।"

হিমাংশু বিস্ময় সহকারে আমোদীর কথা শুনিয়া বলিল "তবে থাক, তোমার গিয়ে দরকার নেই—তুমি এইখানেই থাক।"

আমোদী হাসিভরা মুখে বলিল "বেঁচে থাক দাদা-বাবু,—ক'লকাতায় কিন্তু বেশী দিন থেক' না দাদাবাবু, শীগ্‌গীর ফিরে এস।"

* * * *

পরদিন সকলে কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিল—কাশী পরিত্যাগ করিল না কেবল আমোদী। হিমাংশুর বন্ধু তাঁহাদের জন্য নানাপ্রকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সকলকে যৎ-পরোনাস্তি সাদর সম্ভাষণে প্রীত করিলেন ও তৎপরদিন প্রাতঃকালে কালীঘাটে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

২২

যখন হিমাংশু পরিবারবর্গ লইয়া মোটরে কালীঘাট অভিমুখে গমন করিতেছিল, অনুপমা তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সে ভাবিতেছিল :—

"এই সেই কলিকাতা যেখানে শচীনকে চা-বাগানে বিদায় দিবার কালে তাহাকে শেষ দেখিয়াছিল, যেখানে সে পুত্রকন্যাসহ অপহৃতা হইয়াছিল। এই সেই পথ, যে পথ দিয়া আমোদীর সহিত কাশীতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল। সমস্তই আছে— নাই কেবল তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত উপাস্যদেব। সে কোথায়? সাক্ষাৎ হইবার কি আর কোন আশা নাই? তাহার এই হতাশ জীবন কি নীরবরোদনের সঙ্গেই অবসান হইয়া যাইবে! এই কলিকাতা হইতেই তো সে শচীনের চিঠি পাইয়াছে, কোথা সেই স্থান—যে স্থানে বসিয়া সে স্বহস্তে চিঠি লিখিয়াছিল? কেহ কি জানে না? এ দুঃসহ বেদনা কেহ কি অনুভব করিতে পারিতেছে

না? বারেক সেই স্থানটি কেহ কি দেখাইয়া দিতে পারে না?"

স্থানটি দেখিতে পাইলে বুঝিবা সেই মহাপূণ্যভূমির মৃত্তিকা অনুপমা শিরোপরে তুলিয়া লইয়া মনোবেদনার লাঘব করিত।

গাড়ী ক্রমশঃ কালীঘাটে উপস্থিত হইল। লোকের ভিড় ঠেলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে গাড়ী চলিতে লাগিল। অনুপমা দেখিল অদূরে এক প্রৌঢ় স্বীয় ছিন্ন মলিনবসনে কিছু দ্রব্যসম্ভার বহন করিতেছে। লোকটিকে যেন অনুপমা কোথায় দেখিয়াছে এইরূপ মনে করিতে লাগিল। অনুপমা আর একটু ঝুঁকিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে জনতাধিক্য বশতঃ সে ব্যক্তি আর তাহার নয়নগোচর হইল না। অনুপমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার করোপরে পরিত্যাগ করিল। গাড়ীও যথাস্থানে গিয়া থামিল।

কালীঘাটে পৌঁছিয়া সকলে আদিগঙ্গায় স্নান করিয়া মাতৃমন্দিরে যাত্রা করিল এবং ফুল ডালি ক্রয় করিয়া মায়ের পূজা দিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সকলে বাজারে জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে গেল। হিমাংশুর ইচ্ছা যে শীঘ্রই প্রত্যাগমন করে—কিন্তু সকলের "এটা নাও—ওটা চাই" করিতে করিতে অবিলম্বে বাড়ী ফেরা হইল না।

২৩

সকলে যখন বাজারে যাইতেছিল, অনুপমা তখন কি একটা ভাবে বিশেষ অন্যমনস্ক ছিল,—তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে। দূরে এক প্রৌঢ় ভিক্ষুক আপন মনে পাক করিতেছিল, অনুপমা এক দৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল।

একটি পণ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রী বলিল "কাকীমা, মা কালীর কোন্ মূর্ত্তিটি লইব, পছন্দ ক'রে দিন না!"

অনুপমা শ্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "ঐ মূর্ত্তিটি লও,—বেশ প্রাণভরা মূর্ত্তি।"

অনুপমা আবার ভিক্ষুকের দিকে চক্ষু ফিরাইল। ভিক্ষুকের দীর্ঘকেশ অল্প অল্প জটায় আবদ্ধ,—জানু পর্য্যন্ত ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত—ধূলি ধূসরিত নগ্নপদ,—মুখখানি লম্বিতশ্মশ্রুগুম্ফে আবৃত। ভিক্ষুক তখন শালপত্রে স্বপাক অন্নগুলি ঢালিতেছিল।

অনুপমা শ্রীকে বলিল "আমি ঐদিকে একটা জিনিষ

দেখতে যাচ্ছি, এখনি আসবো ; শীঘ্র না গেলে হারিয়ে যেতে পারে। হিমাংশুকে ব'লো।"

অনুপমা ত্বরিতপদে ভিক্ষুকের নিকটস্থ হইয়া গতিবেগ মন্থর করিল ও অনিমেষ নয়নে কিয়ৎক্ষণ ভিক্ষুকের পানে চাহিয়া রহিল,—পরে ধৈর্য্যহীনা অনুপমা সহসা দৌড়িয়া গিয়া সাগ্রহে ভিক্ষুকের হাত ধরিল। ভিক্ষুক তখন অন্ন হাতে করিয়া মুখে তুলিবার উপক্রম করিতেছিল!

অনুপমা হঠাৎ ভিক্ষুকের হস্ত ধারণের জন্য ভিক্ষুকটি একটু হেলিয়া পড়িয়া নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল ও দাঁড়াইয়া বলিল "একি! অনুপমা! এখনও কি তোমার আমার সহিত শত্রুতাচরণের সাধ মিটে নাই! আমার মুখের অন্ন নষ্ট ক'রে দিলে! তোমার সহিত তো আমার কোন সম্বন্ধ নাই! কোথায় ছিলে! যাও-যাও! আবার ভিক্ষে ক'রে রেঁধে খেয়ে জঠরজ্বালা নিবারণের চেষ্টা করি।"

অনুপমা ভিখারীর চরণদ্বয় জড়াইয়া সরোদনে বলিল "কোথায় যাব? আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব যে তুমি,—তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব? আমার ইহকালের মুক্তি পরকালের গতি যে তুমি,—তোমার চরণে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি,—দাসীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

ভিক্ষুক আর কেহই নহে আমাদের সেই চির পরিচিত শচীন।

শচীনের পূর্ণাভিলাষী নয়নযুগল, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে অনুপমার দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। শচীনের মনোমধ্যে তখন একটা বিষম ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি হইতেছিল এবং সেই অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তে তাহার হৃদিবেগ শতধারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নয়নপ্রান্ত স্পর্শ করিতে লাগিল। শচীন স্থৈর্য্যের সহিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল,—"অনুপমা, আবার তোমার সঙ্গে সংসারী হ'তে বাসনা হ'চ্ছে - আবার তোমার সঙ্গে সেই রকম আলাপ কর্ত্তে ইচ্ছা হ'চ্ছে ;—কিন্তু ধিক্ আমার মন! একি পরিবর্ত্তন -- আবার এ ভাব কেন! একদিন অনুপমা আমার সহধর্ম্মিণী ছিল,—সুখে দুঃখে একদিন তা'র ভালবাসার প্রগাঢ় সহানুভূতি পেতাম,—কিন্তু আমার সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আজ তা'রই জন্য দুঃখকে সুখ ব'লে বরণ ক'রেছি। যাও অনুপমা—কুলভ্রষ্টা তুমি, তোমার সঙ্গে আমার আলাপন শোভা পায় না। লোকে দেখ্‌লে ব'লবে কি! যাও—যেখানে তোমার তৃপ্তি সেইখানে যাও। আমি ভিখারী,—ভিখারীর সহিত সুখসোহাগিণী রমণীর কোন সম্পর্ক নাই।"

অনুপমা তখন শচীনকে বাহুপাশে দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল "আমি তোমার সেই সহধর্ম্মিণী অনুপমা। ভগবানের কৃপায়,—গুরুজনের আশীর্ব্বাদে—আর তোমার অচ্ছেদ্য ভালবাসার স্বর্গীয় শক্তিতে আমি অনেক বিপদ তুচ্ছ ক'রে—নারী ধর্ম্ম বজায় রেখে, কাশীতে হিমুর বাড়ী গিয়েছিলাম। হিমু অমলার বিয়ে দিয়েছে, তাই আজ বর ক'নে নিয়ে কালীঘাটে দেবী দর্শনে এসে আমার হৃদয়-দেবতার দর্শন পেলাম। আমি তোমার দাসী। তোমার একান্ত অনুবর্ত্তিনী সেই অনুপমা আমি—তোমার কৃপার ভিখারিণী।"

শচীন—"আমার কাছে বড় অসুখে ছিলে তুমি,—বড় কষ্ট পেয়েছ। অনেক কষ্ট সহ্য ক'রে তবে নলিনীর সঙ্গে শান্তি অন্বেষণে বেরিয়েছিলে; কিন্তু আবার দেখা হ'ল কেন! অনুপমা, আর আমাকে দেখা দিও না। যাও—চক্ষুর অন্তরালে যাও। আমি সমস্ত সুখসম্ভোগ ভাসিয়ে দিয়ে ভিখারী হ'য়েছি,—তবুও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে পারি নি। ধর্ম্মের কাছে ধর্ম্মহীনা সহধর্ম্মিনীর প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা অতি তুচ্ছ!"

অনুপমা—"তুমি যে আমাকে অবিশ্বাস ক'র্ব্বে,

ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে এ তোমার দোষ নয়—এটা লোকের প্রকৃতিগত অভ্যাস। নলিনীর সঙ্গে সরল মনে, গোপাল-বাবুর বাড়ী যাব' ব'লে বেরিয়েছিলাম,—কিন্তু সে পাপিষ্ঠের কুঅভিসন্ধি তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। আমাদের একটা বাড়ীতে আটক ক'রেছিল; একজন স্ত্রীলোকের সহায়ে, আমরা ধর্ম্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে কাশীতে হিমুর বাড়ী পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

শচীন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিল—"নলিনী তোমার জন্য উন্মাদ হ'য়ে পাগলা গারদে আবদ্ধ; বোধ হয় তোমার দর্শন পেলে আবার তার মানসিক বিকৃতি দূর হ'তে পারে।"

অনুপমা—"মহাপাপীর উপযুক্ত শাস্তি শুনে আন্তরিক আনন্দ হ'চ্ছে,—কিন্তু তুমি আমাকে এখনও অবিশ্বাস ক'চ্ছ? এই পবিত্রতীর্থে তোমার চরণ ছুঁয়ে শপথ ক'রে ব'লছি, যদি আমার কুঅভিপ্রায় থাক্‌তো তা' হ'লে সাধ্য কি আমার, এই সৎসাহস নিয়ে তোমার সম্মুখে অগ্রসর হই! আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ কা'র প্রেমভালবাসার অভাবে অনুপমা দিনরাত অশ্রুধারায় সিক্ত হ'চ্ছে।"

শচীন—"যখন আমি ভদ্রলোকের মধ্যে গণ্য ছিলাম,

যখন অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম ছিলাম, তখনও তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলে না। এখন তোমার বেশভূষার পারিপাট্য দেখে তোমাকে সুখী ব'লেই অনুমান হ'চ্ছে। বেশ সুখে আছ—সুখেই থাক'। এখন এই মুষ্টিভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলান্নে উদরপূরণকারী ভিখারীর সঙ্গলীপ্সা,—দৈন্য-হুতাশনে আত্মাহুতি প্রদান মাত্র অনুপমা!"

অনুপমা অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"বেশভূষা সমস্তই পরিত্যাগ ক'রেছিলাম,—কিন্তু কাশীতে যেদিন তোমার মর্ম্মান্তিক চিঠি পাই,—সেইদিন থেকে হিমুর স্ত্রী তোমার মঙ্গলকামনায় আমাকে পূর্ণ সধবার বেশ পরিয়ে রেখেছে। এই বেশভূষা তোমার পুত্র-প্রতিম হিমুর দান। তুমি যদি ভিখারী হও—আমিও ভিখারিণী। আমি কিছু চাই-না—প্রত্যাশী শুধু স্বামী-সেবার।"

হিমাংশু প্রভৃতি সকলে দ্রুত সেই স্থানে আসিলে অনুপমা বলিল "হিমু, এই তোমার কাকাবাবু,—দেখ তাঁর কি দুর্দ্দশা!"

সকলে শচীনকে প্রণাম করিল। হিমাংশু বলিল "কাকাবাবু এইবার আপনাকে পেয়েছি—কাকীমা আমার কাছেই আছেন। এই দেখুন আপনার সুধাংশু,—এই দেখুন অমলা, আর এই দেখুন আপনার জামাতা।

শচীন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ক্ষণেক সকলের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বলিল "এখন স্মরণ হ'চ্ছে—গোপালদা'র সঙ্গে টালিগঞ্জ ক্লাবে গিয়ে শুনেছিলাম তোমার কাকীমা বন্দিনী হ'য়েও পালিয়েছিল,—এখন স্মরণ হ'চ্ছে সেই অপরিচিত ব্যক্তি ব'লেছিল কেহ তার অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তেও পারে নাই—"

সুধাংশু তখন সাগ্রহে তাহার পিতাকে বলিল "একজন স্ত্রীলোক আমাদের জীবন ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছিলেন বাবা।"

হিমাংশু—"কাকা বাবু, সে সাধারণ স্ত্রীলোক নয়—দেবী ;—শক্তিরূপে আমাদের বংশের সম্ভ্রম ও কুলের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছে—সে আমার প্রণম্য।

শ্রী ধীরে ধীরে শচীনের স্বপাক অন্নগুলি নিজের অঞ্চলে সযত্নে তুলিয়া লইয়া বলিল "আজ আমরা এই মহাপুরুষের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'লাম।"

শচীন অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারিল না। হিমাংশুকে বলিল "হিমু, এই উন্মুক্ত আকাশতলে ভূমিশয্যায় শয়ন—উদার উদাস বায়ু সেবন—প্রকৃতির ষড়ঋতুক্লিষ্ট দেহ ধারণ আমার মজ্জাগত হ'য়েছে। এতে আমার অপার আনন্দ হিমাংশু। আর কেন আমাকে

গৃহরুদ্ধ কর্ত্তে চাস—সুখ স্বচ্ছন্দে আমার আর স্পৃহা নাই বাবা! তো'রা সুখে থাক।"

সুধাংশু ও অমলা পিতার চরণ হু'টি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিল "বাবা আমরা কি ভেসে যাব? মা আমাদের জন্য এত কষ্ট সহ্য কল্লেন আর আপনি আমাদের পায়ে ঠেল্‌বেন? অপত্যস্নেহ বিস্মৃত হবেন না বাবা।"

অনুপমা—"দেখ,—একবার তোমার পায়ের দিকে চেয়ে দেখ,—দেখ তোমার তপ্ত অশ্রু তোমার সন্তানদের মাথায় শান্তিবারি বর্ষণ ক'চ্ছে। এই স্নেহ ডোর তুমি স্বহস্তে ছিন্ন কর্ব্বে?"

হিমাংশু—"কাকাবাবু আমাদের সঙ্গে কাশী গিয়ে বাস কর্ব্বেন চলুন। হিন্দুর চিরজীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা কাশীবাস। চলুন আপনাকে সেই পূণ্য তীর্থে নিয়ে যাই কাকাবাবু।"

শচীনের হৃদয়ে অনুপমার প্রতি যে অবিশ্বাসের কালিমাপাত হইয়াছিল তখন তাহার বিগলিত অশ্রুধারায় তাহা ধৌত হইতেছিল। বাক্যস্ফুরণের চেষ্টায় অধরোষ্ঠ বিকম্পিত হইয়া তাহার বাহুদ্বয় হিমাংশু ও সুধাংশুর দিকে প্রসারিত হইল। শচীন অপেক্ষাকৃত

প্রকৃতিস্থ হইয়া হিমাংশু ও সুধাংশুকে প্রগাঢ় স্নেহভরে নিজ বাহুবেষ্টনে টানিয়া লইয়া বলিল—"আয়, বুকে আয় তোরা ;—যে মহানল এতদিন প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে সমস্ত হৃদয় শ্মশানে পরিণত ক'রেছিল, আজ তোদের পেয়ে সে অনল নির্ব্বাপিত হ'য়ে শান্তির মন্দাকিনী ধারায় পরিপ্লুত হ'ল। কি সুশীতল—প্রাণ জুড়ান আলিঙ্গন! জন্মজন্মান্তরেও এ **আলিঙ্গন** যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। ভগবান! একি পরীক্ষা তোমার! সব কেড়ে নিয়ে আমাকে পথের ভিখারী ক'রেছিলে,—আবার সব হারানিধি ফিরিয়ে দিয়ে অপার আনন্দসাগরে ভাসিয়ে দিলে!! ধন্য তুমি—ধন্য তোমার লীলা,—তুমিই একমাত্র সত্য।"

সমাপ্ত।